জীবনস্রোত

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকালয়

৬ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রচনা—১৯৫৬
প্রথম মুদ্রন —জুন, ১৯৬০

প্রকাশক—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক— শ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস
১৩৫।এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

পরিবেশক : গল্পজগৎ
৬ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২

প্রচ্ছদপট—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অভিনয়ের জন্যে অনুমতি নেবার ঠিকানা: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা অথবা নাট্যকার সংঘ, ৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য ২·৫০ ন. প.

নাট্যাগ্রজ

শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তকে

নিবেদন

আকর্ষণ বিকর্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম। সামঞ্জস্যে স্থিতি, ব্যত্যয়ে বিপর্যয়—কক্ষচ্যুতির সম্ভাবনা। একটির প্রাধান্যে অপরটির আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া। অনুকূলে অনুকূলে অন্বয়, বৈপরীত্যে সংঘাত।

মানবপ্রকৃতিতেও বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়ম অন্তর্নিহিত। তাই সেখানেও আছে দ্বন্দ্ব আর সামঞ্জস্য। বস্তু থেকেই ভাবের উৎপত্তি; আবার ভাবের দ্বারাই বস্তু নিয়ন্ত্রিত। বস্তু ও ভাবের অসংগতিতে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি আর সংগতিতে সামঞ্জস্য। তথ্যকে বিশ্লেষণ ক'রে তত্ত্বের বিকাশ। কার্য-কারণের বিচার ক'রে সংগতি-অসংগতির সমাধান করে তত্ত্ব; কিন্তু বস্তুসাপেক্ষভাববর্জিত হয়ে তত্ত্ব যেখানে উন্মার্গী, সেখানেই সংকট। জীবনের ব্যাখ্যাতা না হয়ে তত্ত্ব সেখানে নির্দেশ। মানুষ জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়, নির্দেশ মেনে চলতে নারাজ। মেনে চলার আদেশ যেখানে সেখানেই না-মানার ঝোঁক। তত্ত্ব বোঝা হয়ে ঘাড়ে চাপলেই তা ঝেড়ে ফেলে কাঁধটাকে হাল্‌কা করার প্রবৃত্তি স্বভাবজ। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিজালে সেই প্রবৃত্তিকে বন্দী করা যায় না; হৃদয় তাতে সায় দেয় না। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির যেখানে বিরোধ সেখানেই যত গণ্ডগোল। মিল হলে সোনায় সোহাগা—অমিল হলে বিপত্তি।

শাস্ত্রীরা শাস্ত্রবাক্য আওড়ান—রসিক জনেরা বলেন রসের কথা। জীবন রসাশ্রয়ী—রস আছে বলেই তার বৃদ্ধি। পরিপুষ্টির সম্ভাবনাকে গাও দিয়ে বেঁধে দেয়া বোকামি। জীবনকে সংকুচিত করার জন্যে যেখানেই তত্ত্বের প্রাচীর, সেখানেই তার প্রতিবাদ। যুগে যুগেই

এ নিয়ে দ্বন্দ্ব। শাস্ত্র পড়ে থাকে পেছনে—জীবন চলে এগিয়ে। জীবন গতিশীল বলেই দাবী রাখে নতুন জীবনদর্শনের।

আমাদের দেশেও আজ দুটো জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ সংঘাত। অধ্যাত্মবাদনির্ভর ভাববাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ আজ মুখোমুখী। হারজিত ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু আমাদের জীবন বিবর্তিত হচ্ছে এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই। রাষ্ট্র বা সমাজ জীবনেই নয়, ব্যক্তি জীবনেও তার প্রভাব। তাকে কেন্দ্র করেই আজ বহু আবর্তের সৃষ্টি; জীবনবৃত্তেরও অন্ত নেই। তেমন একটি বৃত্তই 'জীবনস্রোত'-এর পটভূমি।

প্রায় ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি সংঘাত। কিন্তু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে সামঞ্জস্য সম্ভব। তেমন একটা সামঞ্জস্যের মধ্যেই 'জীবনস্রোত'-এর উপসংহার। সংবাদী ভাবের এই সংগমকে কেউ বিবাদী ভাবের সমন্বয় ভাবলেই আমি নাচার।

দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা
২১ শে জুন, ১৯৬০

শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়

পাত্র-পাত্রী

জিতেন্দ্র	...	তরুণ অধ্যাপক
তাপস	...	জিতেনের বন্ধু
তেজসানন্দ	...	আশ্রমের অধ্যক্ষ
অঘোরানন্দ	...	তেজসানন্দের শিষ্য
রায় বাহাদুর	...	অবসরপ্রাপ্ত জজ
লছ্মন	...	পাঁপরওয়ালা
হেমাঙ্গিনী	...	জিতেনের মা
গীতা	..	আশ্রম-কন্যা
যূথিকা	...	তাপসের স্ত্রী
এলিজা	...	মার্কিন মহিলা

মোটরচালক, চায়ের দোকানের ছোকরা

কাগজের হকার, মাস-কীর্তনওয়ালা

প্রভৃতি।

লেখকের বই

নাটক

দীপশিখা

অন্তরাল

বাস্তুভিটা

তরঙ্গ

পূর্ণগ্রাস

মোকাবিলা

মশাল

গোলটেবিল

কাঁঠালের আমসত্ব

একাংক সপ্তক

জীবনস্রোত

প্রকাশিতব্য নাটক

মা (গোর্কির মাদার-এর নাট্যরূপ)

পাণ্ডুলিপি

ছোটদের সাজঘর

অনুবাদ

দুইবোন (অভিয়্যাল-এর ১ম খণ্ড)

যুদ্ধ ও রাজনীতি

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র

রণ ও রাষ্ট্র

বর্তমান জাপান

মহাযুদ্ধে সোভিয়েট

বিশ্বসংগ্রামের গতি

মুক্তিসংগ্রামে জনসেনা

জীবনস্রোত

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[পড়ার ঘর। বুক্-শেলফ্-এ বই সাজান রয়েছে। একটি টেবিলে খানকয়েক বই; পাশেই একটি দোয়াতদান ও কিছু কাগজপত্র। অধ্যাপক জিতেন্দ্র গাঙ্গুলী সকাল বেলা আরাম-কেদারায় বসে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। বয়েস সাতাশ-আটাশ; দোহারা গড়ন, পরনে পায়জামা ও গায়ে পাঞ্জাবী। একপাশে চাদরে ঢাকা একটা ছোট তক্তাপোশ। মুখটা বইয়ের আড়ালে রয়েছে। পেছনের জানালা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে। একপাশে দরজায় একটা নীল পর্দা ঝুলছে। হঠাৎ পর্দাটা আন্দোলিত হয়। পরমুহূর্তেই দেখা যায় একটি তরুণীর মুখ।]

গীতা আসতে পারি?

[জিতেন্দ্র মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। গীতা এগিয়ে আসে। কালো পেড়ে শাড়ি পরনে, গায়ে ফিকে গেরুয়া চাদর, হাতে দু'গাছা সরু রূপোর চুড়ি, পায়ে চপ্পল। বয়েস প্রায় পঁচিশ। বাঁ হাতে ছোট একটা কাপড়ের থলে। জিতেন্দ্রকে হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। সেও প্রতিনমস্কার করে। তারপর থলে থেকে ছাপান একটি হ্যাণ্ডবিল তুলে সে জিতেন্দ্রকে দেয়। জিতেন্দ্র একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁক দেয়।]

জিতেন্দ্র। মা! মা!!

[গীতাকে পাশের চেয়ার দেখিয়ে দেয় বসবার জন্তে ; কিন্তু সে দাঁড়িয়েই থাকে। হেমাঙ্গিনী এসে হাজির হন। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। চুল কাঁচাপাকা, কর্মঠ চেহারা।]

হেমাঙ্গিনী। কি বাবা?

জিতেন্দ্র। এঁকে একটা টাকা এনে দাও তো।

[হেমাঙ্গিনী কৌতূহলী চোখে গীতার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে চলে যান। জিতেন্দ্র পুনরায় পাঠে মন দেয়। গীতা শেলফ-এর বইগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় সে বুঝি সেগুলোর নাম পড়বার চেষ্টা করছে। হেমাঙ্গিনীর পুনঃপ্রবেশ ও গীতাকে একটি টাকা প্রদান। গীতা থলের ভেতর থেকে একটা অল্প দামের ফাউণ্টেন পেন ও রসিদ বই বের করে।]

গীতা। [সহাস্তে জিতেন্দ্রকে] নাম বলবেন দয়া করে?

জিতেন্দ্র। থাক, রসিদ দিয়ে আর কি হবে।

[আবার পাঠে মনোনিবেশ]

গীতা। না, আমাদের যা কর্তব্য তা করতে হবে তো।

জিতেন্দ্র। জিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

[লিখে নিয়ে রসিদ কেটে গীতা হেমাঙ্গিনীর হাতে দেয়। তিনি একটা পেপার-ওয়েট দিয়ে তা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রাখেন। জিতেন্দ্রর দিকে দৃষ্টি রেখে গীতা অন্যমনস্ক-ভাবে বুকের কাছে কলমটা জামায় গুঁজে রেখে দেয়।]

গীতা। আচ্ছা, নমস্কার। তবে আসি, মা?

[মা ও ছেলের প্রতিনমস্কার ও গীতার প্রস্থান]

হেমাঙ্গিনী। কোন্ আশ্রমের?

জিতেন্দ্র। কি এক বরদা আশ্রম না কি…

হেমাঙ্গিনী। চিনিসনে তা হ'লে ?

জিতেন্দ্র। না।

হেমাঙ্গিনী। ভালমন্দ কিছুই জিগ্যেস করলি নে, এল আর অমনি একটা টাকা দিয়ে দিলি।

জিতেন্দ্র। কি হবে মা, জিগ্যেস করে। দেশে আশ্রমেরও অন্ত নেই, অনাথারও অভাব নেই।

হেমাঙ্গিনী। কত রকম ব্যবসাই যে শুরু হয়েচে…

[অকস্মাৎ গীতার পুনঃপ্রবেশ। তাকে দেখে হেমাঙ্গিনী অপ্রতিভ হন।]

গীতা। [হেমাঙ্গিনীকে] ভালো কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের আশ্রমের উৎসবে আপনি যাবেন কিন্তু…

হেমাঙ্গিনী। [কণ্ঠস্বর কোমল করে] তোমাদের আশ্রমে কি হয়, মা ?

গীতা। যারা অনাথা, যাদের সমাজে কেউ স্থান দেয় না, তারা সেখানে স্থান পায়।

হেমাঙ্গিনী। কতজন তোমরা সেখানে আছ ?

গীতা। বেশি নয়, পনের-বিশজন। বেশি রাখবার মতো তো জায়গা নেই।

হেমাঙ্গিনী। কে চালান তোমাদের আশ্রম ?

গীতা। স্বামীজী… স্বামী তেজসানন্দ।

হেমাঙ্গিনী। কি ক'রে চলে ?

গীতা। চলে আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় ও দানে।

হেমাঙ্গিনী। তোমরা বুঝি সবাই এ ভাবে চাঁদা তুলে বেড়াও ?

গীতা। হ্যাঁ, মা, অল্পবিস্তর সবাইকেই করতে হয়।

হেমাঙ্গিনী। তা ছাড়া আর কি কর ?

গীতা। গীতা-ক্লাস হয় আমাদের।

হেমাঙ্গিনী। স্বামীজী বুঝি পড়ান?

জিতেন্দ্র। মা, ছেড়ে দাওনা! আরো তো পাঁচবাড়ি যেতে হবে ওঁকে!

হেমাঙ্গিনী। ও! চলো মা, তুমি আমার ঘরে চলো। ওর পড়ার অসুবিধে হচ্ছে।

[গীতাকে নিয়ে হেমাঙ্গিনীর কক্ষান্তরে প্রস্থান। জিতেন্দ্র হাতের বইটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে শেলফ্ থেকে আর একটা বই টেনে নেয় এবং টেবিলের ওপর থেকে রসিদটা তুলে জোরে পড়ে "গীতা"। প্রবেশ করে জিতেনের বন্ধু তাপস।]

তাপস। গীতা! কোন্ গীতা, বন্ধু? অহিংস ভাষ্য না সহিংস? জিতেন্দ্র অধরোষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ করতে বলে।] কি হে, ব্যাপার কি! খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। কোন্ অধ্যায়ে আছ তুমি? দেখি দেখি, হাতে ওটা কি? [জিতেন্দ্রর হাত থেকে রসিদটা ছোঁ মেরে নেয়] ও! গীতা! বরদা আশ্রমের গীতা!

জিতেন্দ্র। চিনিস নাকি তুই?

তাপস। চিনি মানে! দস্তুরমত চিনি। সেদিন তার সঙ্গে এক পালা হয়ে গেল।

জিতেন্দ্র। চুপ কর। এখানেই আছে সে।

তাপস। ও! তোর অন্তঃপুরে ঢুকেচে...

জিতেন্দ্র। মা নিয়ে গেছেন তাঁকে ভেতরে।

তাপস। গাতক সুবিধের নয়।

জিতেন্দ্র। কী যে বলিস।

তাপস। তোর জন্যে আর একটা মাদুলির ব্যবস্থা হলো তা হ'লে?

জিতেন্দ্র। সেটা তোরই গলায় ঝুলিয়ে দেবো।

তাপস। আশ্চর্য কি! সঙ্গদোষে সবই সম্ভব। ওরে বাপরে বাপ! সেদিন গীতা-মাহাত্ম্য নিয়ে কী লম্বা লেক্‌চার...

জিতেন্দ্র। লেক্‌চার!

তাপস। হ্যাঁ হ্যাঁ, লেক্‌চার......লেক্‌চার। তোরা আর ক্লাসে কি লেক্‌চার দিস! সমস্তই মায়া-প্রপঞ্চ...কুহেলিকা···বিশ্বচরাচর মিথ্যে ···মিথ্যে···অনিত্য, অসার।..মোহমুদগর শুনিয়ে দিলে আমায়! শুনে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। আমার চোদ্দপুরুষের চক্ষু চানাবড়া...

জিতেন্দ্র। কার কথা বলছিস?

তাপস। যিনি তোমার অন্তঃপুরে ঢুকেছেন তাঁর কথাই বলছি, বন্ধু! বাব্বাঃ। মানুষের মাথা মানুষ এমনভাবেও খারাপ করে দিতে পারে! যা বলচে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝচে না, অথচ মুখস্থ করা নামতার মতো হড়হড়-হড়হড় করে বলে যাচ্ছে!

জিতেন্দ্র। মাথাটা তোরও ঠিক আছে বলে মনে হয় না, তাপস।

তাপস। না থাকবারই কথা। কেবল হিজিবিজি...হ য ব র ল।... কোথাও যদি কারো মধ্যে একটু সঙ্গতি থেকে থাকে! Full of inconsistencies and contradictions. এত গরমিল যে সব্বাইকে চলতে হয় গোঁজামিল দিয়ে। পোশাকে পরিচ্ছদে, চলনে বলনে, চিন্তা ও কাজে হচপচ্ জগাখিচুড়ি। মেকি, মেকি, মেকিতে ভরে গেছে দেশ। রংকরা মাটির পুতুল—একটু ঘষবি তো আসল রূপটা বেরিয়ে পড়বে।

জিতেন্দ্র। হুঁ। এপিঠ আর ওপিঠ!

তাপস। মানে?

জিতেন্দ্র। কেউ বলে সবই মায়া, আর কেউ বলে সবই মেকি!

তাপস। সেকি নয়? খাদ্য ভেজাল, ওষুধ ভেজাল, মানুষও ভেজাল হয়ে যাচ্ছে।

জিতেন্দ্র। যা বলেছিস।

তাপস। I see you always cold and callous.

জিতেন্দ্র। ও!

তাপস। আচ্ছা জিতেন, এ সমস্ত তোকে পীড়া দেয় না?

জিতেন্দ্র। কী?

তাপস। এই যে পদে পদে অসঙ্গতি? যা বিশ্বাস করে না তাই মানুষ প্রচার করতে চায়, ভালো না বেসে ভালবাসার অভিনয় করে, ভোগের লালসাকে বৈরাগ্যের গেরুয়া পরিয়ে দেয়, ইহলোকের বঞ্চনাকে পরলোকের মোহ দিয়ে ঢেকে রাখে......

জিতেন্দ্র। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা তো তোর কাছে আমি কোনদিনই করিনি, তাপস।

তাপস। কিন্তু তোর মধ্যে কোনদিন কোন উত্তাপও আমি দেখতে পাইনি। যত কুসংস্কার তুই অনায়াসে হজম ক'রে যাস।

জিতেন্দ্র। হলাহল পান ক'রে হজম করতে পেরেছিল বলেই না নীলকণ্ঠ।

তাপস। ছাখ, তোর এই বুলিগুলিই আমি সহ্য করতে পারিনে। যারা নিজেদের প্রতি চোখ ঠারে তাদের দেখে অনুকম্পাই হয়। দুর্বলতাকে পৌরুষ বলে চালাবার চেষ্টা করিসনে—তাতে আজীবন ঠকবি।

জিতেন্দ্র। ঠকতে যারা ভয় পায়, জেতা তো তাদের হয় না।

তাপস। রোমান্টিক কথাগুলো রাখ তো। সিরিয়াস কথা উঠলেই তুই হেঁয়াল আরম্ভ করবি। যারা এস্‌কেপিস্ট তারাই এরকম মিস্টিক ওয়েতে কথা বলে।

জিতেন্দ্র। আমি লড়নেওয়ালা বলে তোর কাছে কবুল করতে গেলাম কবে!

তাপস। নোসই তো। এখনো তুই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মায়ের দোহাই দিয়ে ঠাকুরবাড়ি যাওয়া, কপালে ছুঁইয়ে তাবিজকবচ সযত্নে দেরাজে রেখে দেয়া—তুই ভাবিস, আমি ওগুলো টের পাইনে। সমস্ত খবরই রাখি আমি। মাকড়সার জালে জড়িয়ে আছিস তুই......

[গীতা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

হেমাঙ্গিনী। তাই তো মা, মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা কি সহজ। মায়াই তো জড়িয়ে জড়িয়ে রাখে। শোক বলো, তাপ বলো, সব কিছুরই মূলে তো ঐ মায়া। ঐ মায়া যারা কাটাতে পেরেছে তারা তো দয়াময়ের অনেকখানি কাছে চলে গেছে, মা। [দু'হাত কপালে ঠেকান] আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ, আমাদের চোখে মোহের অঞ্জন। তাই কাছে এলেও তাঁকে আমরা দেখতে পাইনে···

তাপস। মাসীমার কি দীক্ষা নেয়া হয়ে গেলো নাকি ?

[গীতা তাপসের দিকে কটাক্ষপাত করে।]

হেমাঙ্গিনী। না বাবা, যাই বলিস মেয়েটি লক্ষ্মী। অনেক মেয়ের সঙ্গেই তো আলাপ করেছি, এর সঙ্গে কথা বলে যেমন আনন্দ পেলাম এমন আনন্দ আর কখনো পাইনি। ভক্তিমতী তো বটেই, বুদ্ধিমতীও।

তাপস। সুবিধে হবে না, গেরুয়া য······

জিতেন্দ্র। Don't be silly. তাপস।

তাপস। Oh, yes. I withdraw. স্থিরপ্রজ্ঞ তত্ত্বচ্ছতে।

[শ্রাগ করে।]

হেমাঙ্গিনী। ত্যাখ্, জিতু, এদের স্বামীজী নাকি খুব ভালো গীতা পাঠ করেন।

তাপস। পাঠ করেন কি! তিনি তো গীতা হজম করে বসে আছেন।

[গীতার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে। গীতা চোখ দু'টো নামায়। জিতেন্দ্র একটু লজ্জিত হয়।]

হেমাঙ্গিনী। মিথ্যে বলিনি ভপু, মা আমায় যেভাবে গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনালে, তা ভালো গুরুর কাছে শিক্ষা না পেলে হয় না; একদিন শুনতে গেলে হয়।

তাপস। তিনি তো যাকে তাকে গীতা পড়ে শোনান না, মাসীমা।

গীতা। [হেসে] না মা, তিনি চান গীতার ধর্ম প্রচার করতে। সবার কাছেই তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেন।

তাপস। সর্বধর্ম সমন্বয়!

গীতা। হ্যাঁ, তাই। আপনি কি তা চান না?

তাপস। ধর্মই মানিনে, তার আবার সমন্বয়!

গীতা। তা হলে আপনি অধার্মিক?

তাপস। [কটমট করে চেয়ে] হবে তাই।

গীতা। সেদিন যে বললেন, মানবতাই আপনার ধর্ম!

তাপস। [বিস্ময়ের ভান করে] বলেছিলাম নাকি!

গীতা। এত শীগ্‌গিরই ভুলে গেলেন!

তাপস। কিন্তু তার সঙ্গে আপনাদের ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই।

গীতা। সে তো আপনাদের অনুমান মাত্র।

তাপস। আপনার হাতেও কোন প্রমাণ নেই।

গীতা। না, নেই। যেখানে প্রমাণের অভাব সেখানে যার যার হৃদয়ের উপলব্ধিই তার কাছে সত্য।

তাপস। যুক্তিহীন হৃদয়াবেগের কোন মূল্য আছে?

গীতা। আগে হৃদয়, তারপর যুক্তি, তাপসবাবু। হৃদয় দিয়ে যা উপলব্ধি করেন, তাইতো যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে চান।

তাপস। ইওটোপিয়া।

গীতা। [হেসে] বাংলায় বলুন।

তাপস। মানে...ইয়ে [ঢোক গিলে] উদ্ভট কল্পনা।

গীতা। আপনি যে নতুন সমাজের কথা ভাবছেন তা'ও তো কল্পনা। মানুষের দুঃখ দেখে হৃদয়ে আঘাত পেয়েচেন বলেই তো আপনি তাদের মুক্তির কথা চিন্তা কচ্ছেন। আমাদের স্বামীজীও তাই বলেন। মানুষের হৃদয়ে আগে আসে ভগবৎ-উপলব্ধি; তারপর সে চিন্তা করে ভগবান আছেন, কি নেই ?··

হেমাঙ্গিনী। বসে কথা বলো মা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে···

গীতা। না মা, আর বসবো না; দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, নমস্কার। [তাপসকে] বেয়াদপি মাফ করবেন। আপনারা পণ্ডিত লোক। আমার মতো একটা মূর্খ মেয়ের আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া ধাষ্টামো ছাড়া আর কি! তা হ লে যাবেন কিন্তু মা একদিন...

[হেমাঙ্গিনী হেসে মাথা নেড়ে সায় দেন। গীতা পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়।]

জিতেন্দ্র। মা, একটু চা হবে ?

হেমাঙ্গিনী। হবে না কেন! তবে কলেজে যাবার তো সময় হয়ে এল।

জিতেন্দ্র। আজ বেলায় যাবো, মা। দু'টোর পরে ক্লাস।

হেমাঙ্গিনী। ও! তপুও খাবি তো চা ?

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ, খাবে বইকি! কি রকম বরফের মতো ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেল দেখলে না!

হেমাঙ্গিনী। তুখোর মেয়ে।

[প্রস্থান]

তাপস। চাজ বটে!

জিতেন্দ্র। যা বলেছিস।

তাপস। কি রকম কপচাচ্ছিলো!

জিতেন্দ্র। ওরা বলে আমরাও নাকি তাই কচ্ছি।

তাপস। ছাখ্, জিতেন, রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে, reactionary fold-এ গিয়ে পড়তে তোর আর বেশি দেরি নেই।

জিতেন্দ্র। তোর আজ হয়েচে কি বলতো। দমের ওপরেই আছিস...

[অধ্যাপিকা যুথিকা দত্তের প্রবেশ। বয়েস প্রায় ত্রিশ। হাতে চামড়ার ব্যাগ।]

যূথিকা। হবে আর কি। আমি আজ বলেচি, Materialism in Indian Philosophy নিয়ে যে paper তাপস লিখছে তা accepted হবে না।

[বলতে বলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।]

জিতেন্দ্র। হোঃ হোঃ হোঃ। [উচ্চহাসি] এই ব্যাপার! দেখুন মিসেস দত্ত, আপনার জন্যে এক ভদ্রমহিলা একটু আগেই তাপসের কাছে এমন গালাগালি খেয়ে গেলেন।

যূথিকা। অর্থাৎ ?

জিতেন্দ্র। অর্থাৎ, বরদা আশ্রমের গীতা নামে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন আমার এখানে চাঁদা চাইতে...

যথিকা। ও! সেই গীতা ?

জিতেন্দ্র। আপনি চেনেন নাকি ?

যথিকা। বিলক্ষণ চিনি। বড় ভালো মেয়ে।

তাপস। হুঁ! চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

থিকা। বোন বলো।

[জিতেন্দ্র হাসে]

তাপস। লেখাপড়া শিখেই বা তোমার কি হ'লো বলো তো যুথিকা! অনেকগুলো পাশ দিলে, বিলেত থেকে ডিগ্রীও নিয়ে এলে, কিন্তু outlook তো একটুও বদলালো না।

যূথিকা। কেন, ভোল বদলায়নি—এই তো অভিযোগ? যাকগে, গীতার ওপর তোমার এত রাগ কেন?

তাপস। ক-অক্ষর যার কাছে গোমাংস, তুমি কি ক'রে যাও তার সঙ্গে অত অন্তরঙ্গতা করতে!

যূথিকা। [বিদ্রূপ করে] তোমার dialectics কি বলে এ সম্বন্ধে?

তাপস। [চটে গিয়ে] ঠাট্টারও একটা সীমা আছে।

যূথিকা। I am sorry. দেখুন প্রফেসর গাঙ্গুলী, মেয়েটি আমাদের কলেজে প্রায়ই আসতো চাঁদা তুলতে। ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভাল লাগলো। তার অনুরোধে তাপসকে নিয়ে একদিন গেলাম তাদের আশ্রমে। স্বামীজী খুব খাতিরযত্ন করলেন আমাদের—এর পাণ্ডিত্যের প্রশংসাও করলেন যথেষ্ট। কিন্তু তাপস তো রেগে আগুন।...তাপসের যুক্তি, ধর্ম-বিশ্বাসই নাকি আমাদের যত দুঃখের কারণ, পেছনে টেনে রাখছে সবাইকে। আর গীতার নামই শুনতে পারে না তাপস।

তাপস। ব্যক্তি-বিশেষের কথা নয়। ভাববাদী মাত্রই আমার দু'চোখের বিষ।

যূথিকা। তোমার philosophy তো আমি মানিনে। তাহলে বলো, আমিও তোমার দু' চোখের বিষ?

[তাপস নিরুত্তর]

জিতেন্দ্র। কিরে তাপস, নিরুত্তর কেন?

তাপস। কিন্তু আমি প্রমাণ করবো, যা লিখছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

যূথিকা। সত্য কি মিথ্যে, তাতো কেউ বলেনি। আমি শুধু বলেছি accepted হবে না।

তাপস। আমিও তোমায় বলছি যূথিকা, তা আমি accept করাবো, করাবো, করাবো......

[রাগতভাবে প্রস্থান]

জিতেন্দ্র। তাপস বড্ড sentimental.

যূথিকা। অথচ ওই মানুষের sentiment-এ ঘা দিয়ে কথা বলবে সবচেয়ে বেশি!

[চা নিয়ে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

হেমাঙ্গিনী। তাপস চলে গেল বুঝি?

যূথিকা। হ্যাঁ মাসীমা, আমাদের আর বরদাস্ত করতে পারছিল না।

হেমাঙ্গিনী। ওকে কেন যে তোমরা খ্যাপাও!

যূথিকা। খেপেই যে আছে, মাসীমা, তাকে আর খ্যাপাবো কি! ঠাকুরদেবতার নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠবে!

হেমাঙ্গিনী। ওর নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই চলেছে, মা। লড়াই যেদিন শেষ হবে দেখবে এই খ্যাপামি ওর চলে গেছে।

যূথিকা। সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। আপনাকে পর্যন্ত ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে ও ছাড়ে না!

হেমাঙ্গিনী। আমি তো তাতে কিছু মনে করিনে, মা। একটা কোন বড় সত্যকে ও হয়ত জানতে চাইছে; তাই যা মিথ্যে মনে হচ্ছে তাকেই করছে নির্মমভাবে আঘাত। এ তো সবাই করে থাকে, মা। ও আঘাত দিলেই আমি তাতে আঘাত পাবো কেন? ওর সত্য ওর কাছে, আমার সত্য আমার কাছে। নাও, চা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রাখেন]

তাপসের কাপ কি করবো? রেখে যাবো, মা?

যূথিকা। তা দু'জনে ভাগাভাগি করে···

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করো, মা। ফেলে দিয়ে কি হবে!

[চায়ের কাপ রেখে দিয়ে ট্রে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত।]

যূথিকা। আপনার বাড়িতে এলেই লজ্জা পাই, জিতেনবাবু। মায়ের ওপর দিয়ে আর কতদিন চালাবেন?

জিতেন্দ্র। কি করবো বলুন। ঠাকুর-চাকর মা কিছুতেই রাখতে দেবেন না।

হেমাঙ্গিনী। হুঁ, ঠাকুর-চাকর দিয়েই যদি সংসার চলতো।

জিতেন্দ্র। দেখুন মিসেস দত্ত, যখনি বলি—মা, একটা রাঁধুনী বামুন রেখে দিই, তখনই আমার আয়ের কথা তুলে মা জানাবেন তাতে ঘোর আপত্তি। একটা চাকর রাখবারও উপায় নেই। ঠিকে ঝি বাসন মেজে দিয়ে যায়, তাকেও ছাড়িয়ে দিতে পারলে মা বাঁচেন। ভোর পাঁচটায় উঠে রাত এগারোটা অবধি যাবতীয় কাজ একা করবেন।

হেমাঙ্গিনী। একা করবো না তো দুজন পাবো কোথা? তুই তো চাসই আমি সারাজীবন একা খেটে মরি। আমার কষ্টের যাতে লাঘব হবে সে ব্যবস্থা তো কোনদিনই তুই করবিনে!

জিতেন্দ্র। [হেসে] তাতে লাঘব না হয়ে তোমার কষ্ট আরো বেড়ে যেতে পারে, মা।

হেমাঙ্গিনী। বাড়ুক, তবু যার সংসার তার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। জানো তো না মা, কত কষ্টে ওকে আমি মানুষ করেচি। কর্তা যখন মারা গেলেন, এক পয়সাও হাতে ছিল না। খোলার বস্তীতে থেকে ওকে আমি বড় করেচি। ভিক্ষে করিনি। ঠোঙা বানিয়ে, পাঁপর বেলে, গতর খাটিয়ে ওকে আমি বাঁচিয়েছি। বিনি মাইনেয় নাইট ইস্কুলে পড়ে মানুষ হলো ও। ম্যাট্রিক পাশ করে বৃত্তি পেল তবে না ওর কলেজে পড়া সম্ভব হলো। ওর রোজগারের প্রতিটি পয়সার দাম আমার গায়ের রক্তের চেয়েও বেশি। সে পয়সা কি আমি যা তা করে নষ্ট করতে পারি, মা?

জিতেন্দ্র। পয়সা জমিয়ে মা আমার জন্যে সাতমহলা বাড়ি তুলবেন।

হেমাঙ্গিনী। না হয় কুঁড়েঘরই তুলবো, তবু তো নিশ্চিন্তে, শান্তিতে

মাথা গুঁজবার ঠাঁই হবে। পরের বাড়িতে থাকার যে কী কষ্ট সে আমি হাড়েহাড়েই জানি রে। কথায়ই বলে : পরভাতী হবে কিন্তু পরঘরী হবে না…

[বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক]

ফেরিওয়ালা। [নেপথ্যে] পাঁপর লেবে দিদি, পাঁপর !

হেমাঙ্গিনী। [উচ্চকণ্ঠে] হ্যাঁ, নেব লছমন, ভেতরে এসো।

[পাঁপর ভরা ধামা মাথায় লছমনের ভেতরে প্রবেশ। বয়েস ষাটের কাছাকাছি ; মাথার চুল পাকা, মোটা গোঁফজোড়া পেকে গেছে। মুখে বার্ধক্যের রেখা সুস্পষ্ট। পরনে ময়লা কাপড় ও গায়ে ময়লা ফতুয়া। ঢুকেই মেঝেতে ধামা নামিয়ে সে বসে।]

লছমন। [হিন্দুস্থানী টানে] হারে, খোকাবাবু এখনো বাড়িতে আছো। কালেজ নেই বুঝি ?

জিতেন্দ্র। আছে, একটু দেরিতে যাবো।

লছমন। ও। আচ্ছা দিদি, কোন্ পাঁপর লেবে ?

যূথিকা। কি কি পাঁপর আছে তোমার কাছে ?

লছমন। সব কিছিমই আছে। মস্‌লাওয়ালা, বিউলিকা, মুংকা, সাদা ··

যূথিকা। আলুর পাঁপর আছে ?

লছমন। হুঁ হুঁ, আলুরভি আছে।

যূথিকা। সাদা সাদা ওগুলো কী ?

লছমন। [হেসে] সাগুদানাকা পাঁপর।

যূথিকা। [বিস্মিত হয়ে] সাগুর পাঁপর।

লছমন। হুঁ হুঁ, সাগুদানা দিয়ে তৈরী আছে। আচ্ছা চীজ হৈ।

হেমাঙ্গিনী। খাবে মা, সাগুর পাঁপর ?

যুথিকা। খাইনি তো কখনো।

হেমাঙ্গিনী। খেয়েই ভাখো না আজ, ভালো জিনিস। দাও, এক পো সাগুর পাঁপর দাও।

লছমন। আধ্বা সের লেও না?

হেমাঙ্গিনী। না না, আজ এক পো দিলেই চলবে।

লছমন। আচ্ছা, তোবে তাই লেও।

[দাড়িপাল্লা দিয়ে এক পো সাগুর পাঁপর ওজন করে দেয়।]

হেমাঙ্গিনী। [পাঁপর হাতে নিয়ে] দাম আজ থাকবে।

লছমন। তোবে কেত্‌না হোল? এক টাকা ছে আনা।

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ, আজকেরটা নিয়ে তাই হলো।

জিতেন্দ্র। লোকে বলে আজ নগদ কাল বাকী, আর বুড়োর খালি আজ বাকী কাল নগদ।

লছমন। হেঃ হেঃ হেঃ। [হাসি] খোকাবাবুর কথা শোন।

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ, তাই। এ ঋণ তো আর কোনদিনই শোধ হবে না।

হেমাঙ্গিনী। হোঁঃ! ওর ঋণ শোধ করি এমন সাধ্য আমার আছে খোকা! [যূথিকাকে] জানো মা, পাঁপরের গুলি দিয়ে যেত, আমি বেলে দিতাম আর ও নিয়ে যেত। কাগজের ঠোঙা তৈরী করতাম, ও তা দোকানে নিয়ে বেচত। ওর সাহায্য না পেলে জিতুকে বাঁচাতে পারতাম না, মা।

লছমন। [লজ্জায় জিভ কেটে] রাম রাম, কি বোলছে দিদি। হামি কে? ভগোয়ান, ভগোয়ান, যে দিনরাত করে সেই ভগোয়ান বাঁচাইছে।

হেমাঙ্গিনী। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ, বাচান ভগবানই, তবু একটা উপলক্ষ্য তো চাই। সেই অকূল সায়রে তুমি ছাড়া সেদিন আমার বাঁচার আর কোন অবলম্বনই ছিল না, লছমন। এক বছর নয়,

দু' বছর নয়, একটানা পনের বছর তোমার সাহায্য পেয়ে আমাকে বাঁচতে হয়েচে।

লছমন। আরে না না, হামি গরীব আদমী, তোমাকে কি সহায়তা কোরবে!

হেমাঙ্গিনী। বুঝলে মা, আপদে বিপদে এক টাকা দু' টাকা ক'রে এই লছমন আমাকে যে কত টাকা ধার দিয়েছিল!

লছমন। খোকাবাবু তো বিলকুল তা মিটাইয়া দিছে।

হেমাঙ্গিনী। তার এক পয়সা সুদ নেয়নি।

লছমন। ক্যেঁও! বহিনকে টাকা ধার দিয়ে সুদ লিবে ইমন হারামি কোন্ আছে!

হেমাঙ্গিনী। শুনেচ মা, শুনেচ লছমনের কথা! আর ঋণ বাড়িয়ো না দাদা, পরজন্মে লতা হয়ে জড়িয়ে থাকবে। আচ্ছা, বসো মা, খান কয়েক পাঁপর ভেজে নিয়ে আাস।

[পাঁপর নিয়ে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।]

লছমন। হেমাঙ্গিনী দিদির মতন আদমী হামি কোমই দেখেচে। দরিয়াকা মাফিক দিল হৈ।...আচ্ছা খোকাবাবু, তোমি নাকি ডাকদর হোবে? তোব বিমারিকা দাওয়াই-ওয়াই মিলবে তো?

যূথিকা। হো হো হোঃ। [উচ্চহাসি] বিমারিকা ডাকদর নেই হোগা।

লছমন। তভ?

যূথিকা। কিতাবকা ডাক্তার হো যায়েগা।

লছমন। কিতাবকা!

যূথিকা। হ্যাঁ, হাঁ, কিতাবকা, বড়া পণ্ডিত হো যায়েগা।

লছমন। পণ্ডিত! হামকো দেহাতি পাঠশালামে তো এক পণ্ডিত হৈ!

যূথিকা। ও পণ্ডিতকা পণ্ডিত বন্ যায়েগা।

লছমন। হাঁ! ভালো কথা আছে, খোকাবাবু। জবর পণ্ডিত হোবে। এবার তোবে সাদি-উদি কোর। সাদির সময় তুমার কুটুম-উটুম লোককে হামি খুব ভালো পাঁপর-উপর খিলাইবে, হোঁ।...আচ্ছা উঠি, মাঈজী।

[ধামা মাথায় তুলে লছমনের প্রস্থান]

জিতেন্দ্র। এমন লোক, এখনো আমার জন্যে লাল-নীল চিনির খেলনা কিনে নিয়ে আসে।

[সহসা গীতা প্রবেশ করে এবং যূথিকাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়।]

গীতা। ও! আপনি এখানে!

যূথিকা। হুঁ। আবার কি মনে করে?

গীতা। [জিতেন্দ্রকে] আমার কলমটা এখানে ফেলে গেছি?

জিতেন্দ্র। কলম! [এদিক-ওদিক খুঁজে দেখে] কই, না তো।

গীতা। [ইতস্তত করে] তা হ'লে কোথায় যে রাখলাম!

[এক প্লেট ভাজা পাঁপর নিয়ে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

হেমাঙ্গিনী। কী খুঁজচ মা?

গীতা। আমার কলমটা পাচ্ছিনে, মা।

যূথিকা। কলম তো তোমার বুকের কাছে জামায়ই গোঁজা রয়েচে, গীতা।

গীতা। [বুকে হাত দিয়ে] এই ভাখো! থলের ভেতরেই কলম রাখি কিনা, তাই খেয়ালই হয়নি। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা!

[মুখ লাল হয়ে ওঠে। যূথিকা মুখ টিপে টিপে হাসে।]

হেমাঙ্গিনী। তা অমন হয়ে থাকে, মা। বসো না, দু'খানা পাঁপর ভাজা খেয়ে যাও।

গীতা। না মা, ঠাকুরকে জল দেয়া হয়নি। আরেক দিন এসে খেয়ে যাবো।

[ঘুরে ঘাড় ফিরিয়ে একবার জিতেন্দ্রর মুখের দিকে তাকায় এবং তারপর দ্রুতপদে প্রস্থান করে। হেমাঙ্গিনী পাঁপরপূর্ণ থালাটা টেবিলের ওপর রেখে চলে যান।]

জিতেন্দ্র। [পাঁপর খেতে খেতে আপন মনে বলে]

"There are more things in heaven and earth, Horatio
Than are dreamt of in your philosophy.

যূথিকা। [এক টুকরো পাঁপর হাতে নিয়ে]

"হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপন মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ;
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায়-আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥"

জিতেন্দ্র। নিন, খান।

যূথিকা। খাচ্ছি তো। [অর্থপূর্ণ হাসি]

আলো নিভে যাবে ও পদা। পড়বে।

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যপট। কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যার পর। ঘরে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। ইজিচেয়ারে বসে গীতা সুর করে কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ছে আর হেমাঙ্গিনী তক্তাপোশের ওপরে বসে একাগ্র চিত্তে তা শুনছেন।]

গীতা। [অন্তরালে] "জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্মাধর্ম কথা কহ শুনি মহাশয়॥
কিরূপে অধর্ম ভোগ করে পাপিগণ।
ধর্মিলোক ধর্মভোগ করয়ে কেমন॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয়॥
যমরাজপুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত তাঁহার পুরী না যায় বর্ণনে॥
[ধীরে ধীরে পর্দা উঠবে।]
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী, বিচিত্র নির্মাণ॥
দান যজ্ঞ করে যেই ভজে নারায়ণে।
পুণ্যবান জন করে গমন সেখানে॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেই জন।
বিষ্ণু তুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন॥
সর্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ॥"

[হাতে খানকয়েক বই নিয়ে জিতেন্দ্রর প্রবেশ। জিতেন্দ্রকে দেখেই গীতা মহাভারত পড়া বন্ধ করে এবং লজ্জায় জিভ কেটে উঠে দাঁড়ায়। জিতেন্দ্র হাতের বই টেবিলের ওপর রাখে।]

জিতেন্দ্র। তাতে কি হয়েচে! বসুন না আপনি।

[গীতা দাঁড়িয়েই থাকে। মুখে মৃদু হাসি]

হেমাঙ্গিনী। যাই, দেখি উনুনটায় আঁচ দিয়ে আসি।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান]

জিতেন্দ্র। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

গীতা। না, আপনি বসুন।

জিতেন্দ্র। ও! আসনের মর্যাদা?

গীতা। যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তা দিতে হবে বই কি!

জিতেন্দ্র। অতিথির মর্যাদাও তো কম নয়।

গীতা। কী যে বলেন! আপনার পায়ের কাছে বসার যোগ্যতা আছে আমার?

জিতেন্দ্র। কথাটা তো আশ্রমবাসিনীর মতো হলো না!

গীতা। কেন, আশ্রমবাসিনীরা কি মানবী নয়?

জিতেন্দ্র। Sorry.

গীতা। আমাদের স্বামীজী কী বলেন, জানেন? তিনি বলেন, খোলস বদলালেই যেমন সাপের বিষ যায়না, তেমনি মনের মধ্যে অহংকার পুষে রেখে গেরুয়া নিলেই লোক সন্ন্যাসী হয় না।

জিতেন্দ্র। খুব সত্যি কথা।

[চেয়ারে উপবেশন]

গীতা। [তক্তাপোষে বসে] আপনি বুঝি আশ্রমের লোকদের ঘৃণা করেন?

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
28164
4.11.6

জিতেন্দ্র। আমার সঙ্গে এই ক'দিন মিশে আপনার তাই মনে হয়েচে নাকি ?

গীতা। না; আপনি যুক্তিবাদী। সব জিনিসকেই বিচার করে গ্রহণ করেন। কিন্তু সবাই তো তা করেন না।

জিতেন্দ্র। যারা না করে তারাই ঠকে। বাইরের রূপটাই তো সব নয়। দেখুন না, মাকাল ফল দেখতে কি সুন্দর, অথচ ভেতরটা ছাই! আর নারকেল? ওপরে নীরস ছোবড়া, তারপর একটা কঠিন মালা—কিন্তু ভেতরে? সরস শাঁস আর মিষ্টি জল।

[দু'জনেই হাসে]

গীতা। আপনি কবিও দেখচি।

জিতেন্দ্র। না, কবি নই। তবে কাব্যকাননে ঘোরাফেরা করি তাই গায়ে গন্ধ লাগে। আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি জামাকাপড়টা ছেড়ে আসি।

[জিতেন্দ্র ভেতরে চলে যায়। গীতা মহাভারতখানা টেবিলের ওপরে রেখে র‍্যাকে সাজানো রবীন্দ্ররচনাগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকে। একটি খণ্ড টেনে নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা ওল্টাবার পরই তাতে ডুবে যায় এবং নিবিষ্টমনে পড়তে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে জামাকাপড় পরিবর্তন ক'রে জিতেন্দ্র ঢোকে।]

গীতা। কি অদ্ভুত লেখা।

জিতেন্দ্র। কী পড়ছেন?

গীতা। দেখুন না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানুষের ধর্মে লিখছেন: "মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই

জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মত্তো নয়। এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্‌দিকে নির্দেশ? যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।" তারপর লিখছেন: "ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোন অর্থ নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ।..."

জিতেন্দ্র। নিয়ে যান না। পড়ে ফেরৎ দেবেন।

গীতা। নিয়ে যাবো?

জিতেন্দ্র। ভালো যখন লেগেছে তখন নেবেন বই কি!

গীতা। ভালো লাগলেই কি সব জিনিস নেয়া যায়, না পাওয়া যায়?

[গীতা ভেতরে চলে যায়। জিতেন্দ্র বিস্মিত হয়ে তার গমন লক্ষ্য করে। মুখে মৃদু হাসি ফোটে। টেবিলের ওপর থেকে ডাকের চিঠি নেয় ও ইজি চেয়ারে শুয়ে চিঠিগুলি পড়তে থাকে। এক প্লেট খাবার ও এক গ্লাস জল নিয়ে গীতা পুনরায় প্রবেশ করে ও টিপয়টা টেনে নিয়ে তার ওপরে রাখে।]

গীতা। নিন, মুখে দিন।

জিতেন্দ্র। এতো মিষ্টি কেন?

গীতা। এতো আর কোথায়! সামান্য কয়েকটা তো।

জিতেন্দ্র। ব্যাপার কি বলুন তো?

গীতা। স্বামীজীর আজ জন্মদিন। তাঁর এক শিষ্য প্রচুর মিষ্টি পাঠিয়েছেন।

জিতেন্দ্র। ও! তাই বলুন। [একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে] তা আপনি বুঝি এগুলি বয়ে নিয়ে এসেছেন ?

গীতা। কি করবো! আপনাদের মতো লোকের পায়ের ধুলো তো আশ্রমে কোনদিনই পড়বে না!

জিতেন্দ্র। [মিষ্টি খেতে খেতে] কী যে বলেন!

গীতা। ঠিকই বলেচি। আপনাকে তো আর কম দিন বলা হয়নি। কিন্তু গিয়েছেন কোনদিন ?

জিতেন্দ্র। আহা, যাবার কোন একটা অকেশন হলে তো যাবো!

গীতা। ও! জানা রইলো।

জিতেন্দ্র। তা হ'লে আজ এখানে আসার উদ্দেশ্য মাকে মহাভারত পড়ে শোনানো নয় ?

গীতা। দুই-ই।

জিতেন্দ্র। ও! রথ দেখাও হলো, কলা বেচাও হলো? আচ্ছা, আপনি যে রোজই সন্ধের পরে এখানে আসেন স্বামীজী কিছু বলেন না ?

গীতা। বলার মতো কিছু ঘটলে নিশ্চয়ই বলবেন।

জিতেন্দ্র। নাঃ, আর পারছিনে। এ ক'টা রইলো।

গীতা। একটাও থাকলে চলবে না।

জিতেন্দ্র। হুকুম নাকি ?

গীতা। [একটু রয়ে] অতখানি অধিকার কি আছে?...না, এ আমার অনুরোধ।

[জিতেন আরো একটা মিষ্টি মুখে দেয়।]

জিতেন্দ্র। উরে বাপরে। আর পারিনে।

[গীতা বাকী দু'টো মিষ্টি চট করে তুলে নিয়ে জিতেনের মুখে জোর করে পুরে দেয় ও থালা-

গ্লাসটা নিয়ে দ্রুত ভেতরে চলে যায়। জিতেন অপ্রস্তুত হয়ে মিষ্টি চিবোতে থাকে। হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ। তার হাতে কয়লার কালি লেগে আছে।]

হেমাঙ্গিনী। খোকা, তুই কি আজ রাত্রে ভাত খাবি, না রুটি ?

জিতেন্দ্র। খাওয়ার দফা নিকেশ হয়েচে, মা। যা মিষ্টি খাওয়া হলো !

হেমাঙ্গিনী। ছাখ্ না ওর কাণ্ডখানা! এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির। স্বামীজীই নাকি ওকে বলেচেন। কে এতো মিষ্টি খায় ? আমার ঘরে কি ছেলেপুলে আছে ? আজ ক'দিন ধরে তপু যূথিকারও দেখা নেই। আর তাদের বাড়িই কি না গেছে। বললাম, রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন যাও। না, আমাকে না খাইয়ে নাকি যাবে না। আমার তো এখনো আহ্নিকই হয়নি। পেটে মেয়ে ধরিনি, কিন্তু এ যেন তার চেয়েও বেশি কচ্ছে। এলেই আনাজ কোটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা। আমার এমন লজ্জা করে……

[গীতার প্রবেশ]

গীতা। কি সলাপরামর্শ হচ্ছে মায়ে-ছেলেতে মিলে ?

জিতেন্দ্র। হচ্ছে, জোর করে যারা খাওয়ার ওপরে খাওয়ায় তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত।

গীতা। আমিই তা হলে শাস্তিটা বাতলে দিই ? শাস্তি হচ্ছে, আরো বেশি ক'রে খাবার আনতে তাদের বলা।

[তিনজনেই হাসে।]

হেমাঙ্গিনী। শোন মেয়ের কথা! ওর সঙ্গে কি তুই কথায় পেরে উঠবি জিতু ?

গীতা। বলেন কি মা! এত বড় একজন অধ্যাপক—যাঁর খ্যাতি আলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে......

হেমাঙ্গিনী। তা হ'লে চারটি চালই চড়াইগে?

জিতেন্দ্র। তাই করো।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।]

গীতা। রোজই সন্ধের পর এসে আপনার পড়াশুনোর ক্ষতি করি, না?

[তক্তাপোশে উপবেশন।]

জিতেন্দ্র। যদি বোঝেনই তবে আসেন কেন?

গীতা। কেন যে আসি তা নিজেও জানিনে। সারাদিন আশ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকি। স্বামীজী ক্রমশই আমার ওপর আশ্রমের ভার চাপাচ্ছেন। সন্ধে হলেই মনটা বেরিয়ে পড়তে চায়। কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যাবো বলে যে বেরুই তাও নয়। কিন্তু আসতে আসতে এখানেই এসে হাজির হই। তাছাড়া একদিন না এলেই তো মায়ের কত অনুযোগ!

জিতেন্দ্র। এতে আপনাদের আশ্রমের নিয়মে আটকায় না?

গীতা। হ্যাঁ, খানিকটা আটকায় বই কি। তবে স্বামীজী আমাকে কিছু বলেন না।

জিতেন্দ্র। এ পক্ষপাতিত্ব কেন?

গীতা। পক্ষপাতিত্ব নয়। আমার ওপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস তাঁর ধারণা আমার দ্বারা কখনো কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। [উঠে গিয়ে খোলা জানালার ধারে দাঁড়ায়।] আপনাদের পাশের বাড়িতে বোধ হয় হাসনাহেনা গাছ আছে, জিতেনবাবু? কেমন গন্ধ আসছে!

জিতেন্দ্র। [নির্লিপ্তভাবে] হয়তো আছে।

গীতা । আচ্ছা, আপনার ঘরে তো কখনো ফুল দেখিনে। ফুল বুঝি আপনি ভালোবাসেন না ?

জিতেন্দ্র। অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার ! ফুল আবার ভালো না বাসে কে ? তবে গাছে ফুটে থাকলেই আমার ভালো লাগে। ছিঁড়ে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে বিলাসিতা করার মতো সখ আমার নেই।

গীতা। গাছের শাখায় ফুটে অনাদরে মাটিতে ঝরে পড়ায়ই কি ফুলের সার্থকতা ?

জিতেন্দ্র। আমার তো মনে হয় তাই।

গীতা। কেবল নিজেকে বিকশিত করায়ই তার আনন্দ ?

জিতেন্দ্র। আপন সৌন্দর্য ও সৌরভে লোককেও সে আনন্দ দেয় ; তাতেই তার পরিতৃপ্তি।

গীতা। আপনার কথা মেনে নিতে পারলাম না, জিতেনবাবু। ফুলের নিজেরও কামনা আছে। সে চায় নিজেকে উৎসর্গ করতে। [কাছে এসে] দেবতার পায়ের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হতে চায় সে, বুঝলেন অধ্যাপক মশায় ?

[দ্রুত ভেতরে প্রস্থান। তার কণ্ঠস্বর ও গতিতে যেন এক দুর্ভেদ্য রহস্য। জিতেন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে পড়তে আরম্ভ করে। যূথিকার প্রবেশ]

যূথিকা। তাপস এসেছিলো এখানে ?

জিতেন্দ্র। কই, আজ ক'দিন ধরে তো আপনাদের দেখাই নেই।

যূথিকা। [বসে] আর বলেন কেন। তিনদিন ধরে তিনি গাড়ী নিয়ে নিরুদ্দেশ।

জিতেন্দ্র। এবার নিয়ে ক'বার হলো ?

যূথিকা। বলুন তো, কথায় কথায় এরকম বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে তাকে নিয়ে কিভাবে ঘর করা যায়। পড়েন। কি হবে পড়ে? বই পড়ে যদি হজম না হয় তবে না পড়াই ভালো। বাস্তবজ্ঞান যদি একটুও থেকে থাকে!

জিতেন্দ্র। এবার কি নিয়ে?

যূথিকা। নিয়ে আবার কি! একটা ছুতোনাতা পেলেই হলো। কী বলবো আপনাকে। ঐ যে একটা কথা আছে না—পণ্ডিত মূর্খ, তাপসও তাই। পাশের বাড়ির একটা কুটফুটে বাচ্চা ছেলে আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসে। আমাকে মাসীমা বলে ডাকে। আমিও তাকে খুবই ভালবাসি। সেদিন সকালবেলা শুনি তাপস তাকে বোঝাচ্ছে; —"ভগবান নেই...ঠাকুরদেবতা সব মিথ্যে।" দেখুন দেখি কি কাণ্ড! ওর মা-ঠাকুমা অত্যন্ত ধর্মভীরু, পুজো-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। ছেলে যখন বাড়িতে গিয়ে দেখবে তার মা শিবের মাথায় বেলপাতা দিচ্ছে তখন তার মনে কি বিষম খটকা বেধে যাবে! আমি বললাম, "কচি বয়েস, সরল মন, ওদের কাছে এসব জটিল তত্ত্ব কেন? ওদের কাছে রূপকথা বলো, দেশবিদেশের কথা বলো, গল্পচ্ছলে জ্ঞানবিজ্ঞান বোঝাও—তাতে ওদের কল্পনাশক্তি বাড়বে।" কার কথা কে শোনে! আমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া। কাণ্ড দেখে ছেলেটা তো ছুটে পালালে। আমি গেলাম কলেজে, তিনি হলেন উধাও!

জিতেন্দ্র। তাপস এখনও একেবারে ছেলেমানুষ।

যূথিকা। হুঁ, নাক টিপলে দুধ বেরোয়।......ছিট···মাথায় একটু ছিট আছে। বাড়ির ঠাকুরচাকরের কাছে আমাকে এমন লজ্জা পেতে হয়!

[প্রস্থানোদ্যত হয়। হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।]

হেমাঙ্গিনী। যাচ্ছো মা?

যূথিকা। হ্যাঁ মাসীমা, এক গাদা পরীক্ষার খাতা পড়ে আছে। বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে।

হেমাঙ্গিনী। এলেই যখন, একটু মিষ্টিমুখ করেই যাও।

যূথিকা। উপলক্ষ্য? প্রফেসর গাঙ্গুলীর বিয়ের কথা পাকা হলো নাকি?

হেমাঙ্গিনী। হ্যাঁ, তবেই হয়েচে! ও করবে বিয়ে আর তা দেখে যাবো আমি? না মা, আশ্রম থেকে স্বামীজী গীতাকে দিয়ে অনেকগুলি মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েচেন।

যূথিকা। এই ভাখো, আজ যে স্বামীজীর জন্মদিন তা ভুলেই গেছি! গীতা চলে গেছে নাকি?

হেমাঙ্গিনী। না, ওঘরে বসে আমার জন্যে লুচি বেলচে। তুমি এসো।

[হেমাঙ্গিনী ও যূথিকার ভেতরে প্রস্থান। জিতেন আবার বইএ মন দেয়। হঠাৎ দরজায় গাড়ীর ভোঁ শব্দ। একটু বাদে দরজা ফাঁক করে তাপস ঢোকে।]

জিতেন্দ্র। আরে, এই যে তাপস! কোথায় উধাও হয়েছিলি?

তাপস। উধাও!

জিতেন্দ্র। তা হ'লে কি লোপাট?

তাপস। কে বললে তোকে?

জিতেন্দ্র। যেই বলে থাকুক, কাজটা ভালো করিসনি।

তাপস। যূথিকা বুঝি এসে একখানাকে সাতখানা করে লাগিয়ে গেছে?

জিতেন্দ্র। আচ্ছা, ঝগড়া করে তুই গা-ঢাকা দিস কেন?

তাপস। গা-ঢাকা দিলাম কবে! এলাম তো দেওঘর থেকে বেড়িয়ে।

জিতেন্দ্র। মিথ্যে কথা বলিসনে।

তাপস। আরে সত্যি ভাই।

জিতেন্দ্র। তবে বাড়িতে বলে যাসনি কেন?

তাপস। সে আমার খুশি।

জিতেন্দ্র। খুশি? পড়তিস তেমন লোকের হাতে।

তাপস। নে থাম, আর ওকালতি করতে হবে না।

জিতেন্দ্র। সবার সঙ্গেই তুই ঝগড়া করে বেড়াস কেন বলতো? পৃথিবীর সমস্ত মানুষই কি তোর শত্রু? তারপর যাকে নিয়ে ঘর করবি তার সঙ্গে যদি চব্বিশঘণ্টা খটাখট বাধে...

তাপস। তুই বুঝবিনে। Dialectically বিচার করলে তো বুঝবি কেন বাধে।

জিতেন্দ্র। দাম্পত্য কলহকেও এখন Dialectically বিচার করতে হবে নাকি? সত্যি তুই আমায় হাসালি।

তাপস। হাস বা কাঁদ যা খুশি তোর কর। যূথিকা এখানে এসেছে নাকি?

জিতেন্দ্র। কেন, তাঁকে দিয়ে তোর দরকার?

তাপস। দরকার তারই। তবে আসেনি?

জিতেন্দ্র। তুই বাড়ি হয়ে এসেছিস নাকি?

তাপস। হ্যাঁ।

জিতেন্দ্র। [হেসে] ও।

[যূথিকা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।]

হেমাঙ্গিনী। [রুমালে বাঁধা একটি বাটি দিয়ে] এই মিষ্টি ক'টা তপুকে দিও।

যূথিকা। চলো।

তাপস। চাকরবাকরের ওপর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এভাবে রাত্রে এসে অন্য বাড়িতে বসে গল্পগুজব করার মানে হয় না।

যূথিকা। কাউকে কিছু না বলে হাওয়া হয়ে যাওয়ার মানে হয়?

তাপস। চাকরকে বলে গিয়েছিলাম।

যূথিকা। আমিও চাকরকে বলে এসেছি।

তাপস। না হ'লে আর জানলাম কি করে। খালি বাড়ি থেকে যাবে একদিন সব চুরি হয়ে।

যূথিকা। নিজের বেলায় তো হুঁশ থাকে না।

তাপস। আমি আর তর্ক করতে চাইনে।

যূথিকা। না করাই ভালো। আচ্ছা আসি, মাসীমা। কাল আমাদের বাড়ি একবার যাবেন প্রফেসর গাঙ্গুলী।

[জিতেন মাথা নেড়ে "হাঁ" জানায়। তাপস ও যূথিকা প্রস্থান করে। বাইরে মোটরের স্টার্ট ও ভোঁ শব্দ শোনা যায়।]

হেমাঙ্গিনী। দু'দণ্ড কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না; অথচ দেখে মনে হয় একেবারে আদা-কাঁচকলা।

[হেমাঙ্গিনীর ভেতরে প্রস্থান। জিতেন উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গীতার প্রবেশ।]

গীতা। কী দেখচেন?

জিতেন্দ্র। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] আরে! আমাদের বাড়িতে যে তৃতীয় জনপ্রাণী রয়েচে তাতো এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না!

গীতা। ওরে বাপরে! তাপসবাবুকে আমার ভয় করে। যেরকম রুখে রুখে কথা বলেন।

জিতেন্দ্র। তাই নাকি? তাপসকে বলতে হবে তাহলে....

গীতা। দোহাই ঠাকুরের! আপনি তাঁকে কিচ্ছু বলতে যাবেন না। বড় এক বগ্‌গা লোক। আপনি কী বলবেন আর তিনি কী বুঝে বসবেন।

জিতেন্দ্র। ঠিকই বলেচেন আপনি। ওর জন্যে দুঃখ হয়। ও যা বলতে চায় বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝেচে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেনি।

গীতা। ভগবানকে কি এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায়? আপনিই বলুন, আঘাত করলেই কি মানুষের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট হয়?

জিতেন্দ্র। না, আমিও তা মনে করিনে। যুগ যুগ ধরে মানুষ ভগবানে বিশ্বাস কচ্ছে, ধর্ম মেনে আসচে। অ্যাটম্ বোমা ফেলে তাকে একদিনে নাগাসাকি বা হিরোশিমার মতো ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব নয়। [ইজি-চেয়ারের হাতলে এসে বসে।] মানুষের মাথায় অজস্র দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েচে। তা থেকে মুক্তির পথ না পেয়ে তারা ভগবানে সান্ত্বনা খোঁজে। বোঝা তাদের হাল্কা করে দিলে ধীরে ধীরে একদিন হয়তো তারা ভগবানের কথা ভুলেই যাবে।

গীতা। মানুষের সমস্ত দুঃখের জন্যেই তো মানুষ দায়ী নয়। প্রকৃতির কাছে মানুষ কত অসহায়।

জিতেন্দ্র। দায়ী যেই হোক দুঃখ দুঃখই—আর অসহায় বলেই তো প্রকৃতিকে জয় করার দুর্জয় সংকল্প মানুষের। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাও অসীম, তার চলার পথও অনন্ত। আমাদের কবি এ সম্বন্ধে কি বলেচেন শুনবেন? [রবীন্দ্ররচনাবলী টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে] শুনুন: "এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।......"

[স্বামী অঘোরানন্দের প্রবেশ। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি। কাঁধ পর্যন্ত বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ সযত্নে বিন্যস্ত। পরিচর্যা করা সুবিন্যস্ত গোঁফ-দাড়ি। পরণে মিহি গেরুয়া ধুতি ও গায়ে ফিকে গেরুয়া আদ্দির পাঞ্জাবী।]

অঘোর। স্বামীজী আমাকে পাঠিয়েছেন।

গীতা। [বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে] কেন?

অঘোর। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

গীতা। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে!

অঘোর। হ্যাঁ। রাত হয়নি?

গীতা। [দৃঢ়কণ্ঠে] আমি একাই যেতে পারবো।

অঘোর। আমি তবে চলে যাবো?

গীতা। হ্যাঁ, আপনি চলে যান। [ভেতরের দিকে দু'এক পা গিয়ে আবার ফিরে] স্বামীজীকে বলবেন ফিরতে আমার দেরি হবে।

[ভেতরে প্রস্থান।]

অঘোর। আচ্ছা, আসি।

[নমস্কার জানিয়ে অঘোরের প্রস্থান। জিতেন বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।]

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সায়ংকাল। বরদা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ তাঁর নিজের কক্ষে বসে গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন। একপাশে ঠাকুরের আসনের ওপর পাঞ্চজন্য ও সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের ছবি স্থাপিত। আসনের সামনে পঞ্চপ্রদীপ ও ধূপধুনো জ্বলছে আর ছবির ফ্রেমে একটি সুন্দর ফুলের মালা ঝুলছে। স্বামীজীর পেছনে রয়েচে তাঁর শয্যা। তক্তাপোশের ওপর গেরুয়া রংয়ের চাদর বিছানো, বালিশের ওয়াড় ধপধপে সাদা, তার ওপরে গেরুয়া রংয়ের একটি তোয়ালে। তক্তাপোশের একপাশে মেঝেতে দেখা যাচ্ছে একটি জলের কুঁজো। তার মুখটা একটা কাঁচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা। তক্তাপোশের আর একপাশে দড়িতে ঝোলান রয়েচে স্বামীজীর গেরুয়া বাস, ফতুয়া, ধুতি, কৌপান ইত্যাদি। স্বামীজীর বাঁ পাশে বসে আছে গীতা, যূথিকা এবং আরো কয়েকজন আর ডানপাশে বসে আছে তাঁর শিষ্য অঘোরানন্দ। স্বামী অঘোরানন্দের সামনে একটি হারমোনিয়াম। স্বামী তেজসানন্দের মাথার চুল কদমফুল করে ছাঁটা, গোঁফদাড়ি কামানো, গায়ে গেরুয়া রংয়ের ফতুয়া, বয়েস পঞ্চাশের বেশি। ডানদিকে আসনের ওপর একটি লাল গামছা। সামনে জলচৌকির ওপর খোলা গীতা।

গীতার শ্লোক আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠবে।]

তেজসানন্দ। "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানাভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলচেন: দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন। যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হ'লে যিনি আনন্দিত বা দুঃখিত কিছুই হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েচেন।...আচ্ছা, মা, আজ এপর্যন্তই থাক। [কপালে ছুঁইয়ে গীতা বন্ধ করেন] অঘোর, এবার একটু নাম কর।

অঘোর। [গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হারমোনিয়ামযোগে নামকীর্তন করতে থাকে।]

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

[নানা সুর, নানা ভঙ্গীতে অঘোর নামকীর্তন করে চলে। গীতা, যুথিকা প্রভৃতি সকলে মুদিত নয়নে সুরের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে তাপসের মোটরচালক প্রবেশ ক'রে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়।]

মোটরচালক। [যুথিকাকে] বাবু আপনার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

[নামকীর্তন বন্ধ হয়ে যায়।]

তেজসানন্দ। কে, তাপসবাবু এসেচেন?

মোটর চালক। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন।

তেজসানন্দ। [যুথিকাকে] তাঁকে ভেতরে নিয়ে এসো মা।

যূথিকা। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[মোটরচালক ও যূথিকার প্রস্থান। শ্রোতাদেরও নিষ্ক্রমণ।]

তেজসানন্দ। [গীতাকে] মা, ওঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো তো।

[গীতা ভেতরে যেতে উদ্যত হয়।]

অঘোর। তুমি বসো। আমি নিয়ে আসছি।

[অঘোরের ভেতরের দিকে প্রস্থান।]

তেজসানন্দ। তাপসবাবু পণ্ডিতলোক, অনেক পড়াশুনো করেচেন।

গীতা। যূথিকাদি'ও কম যান না। লোকে বলে ভারতীয় দর্শনে নাকি তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। কিন্তু বিদ্যান বলে এতটুকু অহংকার নেই তাঁর। আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে কেমন মেশেন!

তেজসানন্দ। প্রকৃত বিদ্যার লক্ষ্যণই তাই, মা। বিদ্যার নামে অবিদ্যাই লোককে অহংকারী করে তোলে।

গীতা। আপনি যদি জিতেনবাবুর সঙ্গে একদিন ভালো করে আলাপ করেন, দেখবেন নানা বিষয়ে কি গভীর জ্ঞান তাঁর।

তেজসানন্দ। নিয়ে এসো না তাঁকে আর একদিন এখানে।

গীতা। বলেচেন তো আসবেন। যেমন মা তেমন ছেলে......

[চেয়ার নিয়ে অঘোরানন্দের প্রবেশ। গীতার কথা শুনে তার দিকে অর্থপুর্ণ দৃষ্টি হানে এবং চেয়ারটা ঘরের এক কোনে পাতে। অপর দিক দিয়ে যূথিকা ও তাপসের প্রবেশ।]

যূথিকা। [তাপসকে] জুতো ছেড়ে এসো।

[তাপস জুতোর ফিতে খুলতে যায়।]

তেজসানন্দ। না, খুলতে হবে না।

[তাপস তেজসানন্দের মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায়।]

তাতে কি হয়েচে। মন পবিত্র থাকলে মন্দির কিছুতেই অপবিত্র হয় না, তাপসবাবু।

যূথিকা। না না, স্বামীজী, আপনার এ সমস্ত পক্ষপাতিত্ব ভালো নয়। [হাস্য]

তেজসানন্দ। পক্ষপাতিত্ব! কে পক্ষপাতিত্ব না করে, মা? তুমিই কি নিরপেক্ষ? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই হয়তো নিরপেক্ষ নন⋯হোঃ হোঃ হোঃ! [হাসি] আসুন তাপসবাবু, আপনি জুতো নিয়েই ঘরে আসুন। অঘোর, চেয়ারটা এগিয়ে দাও।

তাপস। [জুতো খুলে ঢুকতে ঢুকতে] না না, চেয়ার কেন? আমি নিচেই বসছি।

তেজসানন্দ। অসুবিধে হবে ঐ পোশাকে নিচে বসতে।

যূথিকা। [তাপসকে] দেখেচ, স্বামীজীর সব দিকেই কেমন নজর?

তাপস। [গম্ভীরভাবে] হুঁ!

[চেয়ারে উপবেশন করে ভালোভাবে ঘরটা দেখে নেয়।]

তেজসানন্দ। কী সৌভাগ্য! তাপসবাবু দয়া করে এসেচেন আমাদের আশ্রমে।

যূথিকা। বেশি ফোলাবেন না স্বামীজী, ফেটেও যেতে পারে।

তেজসানন্দ। না মা, ফাটবে কেন! সংসারে সবাই কি বেলুন? মায়ের রসনা বড্ড ধারালো, না তাপসবাবু? [হাসি]

তাপস। [ভ্রূ কপালে তুলে] ও অন্তত তাই মনে করে।

তেজসানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [হাসি] তা ভালো, মেয়েদের মুখ খোলা ভালো। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনার দেশের মেয়েরা বোবা হয়ে থাকবে কেন, তাপসবাবু? অঘোর!

অঘোর। আজ্ঞে।

তেজসানন্দ। তুমি এদের একটু দেখাশুনা করো। আমি আসছি। কিছু মনে করবেন না। রায় বাহাদুর মিত্র সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি এক্ষুনি চলে আসবো।

[তেজসানন্দের প্রস্থান।]

অঘোর। গীতা, তাপসবাবুকে একটু প্রসাদ এনে দাও।

যুথিকা। না না, প্রসাদ বললে হয়তো তাপসের আপত্তি হবে।

[তাপস যুথিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে।]

গীতা। বেশ তো, প্রসাদ বললে আপত্তি হয়, একটু মিষ্টিমুখই করবেন।

[গীতা সহাস্যবদনে চলে যায়। তেজসানন্দের বিছানা থেকে অঘোর একখানি চটি মাসিকপত্র এনে তাপসের হাতে দেয়।]

অঘোর। আমাদের আশ্রমের মুখপত্র।

তাপস। [উল্টেপাল্টে দেখে] বাঃ, ছাপাটাপা তো বেশ ভালো। বিজ্ঞাপনও মন্দ পাননি।

অঘোর। হ্যাঁ। এক মেমসাহেব সম্প্রতি স্বামীজীর শিষ্যা হয়েছেন। ভদ্রমহিলা একটা ফরেন কনসার্ণে ম্যানেজারের পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তিনিই আমাদের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন যোগাড় ক'রে দিয়েছেন।

তাপস। ও।

অঘোর। হ্যাঁ। আর কাগজ ও ছাপার খরচাটা পেয়েছি আমরা রায় বাহাদুর মিত্র সাহেবের কাছ থেকে।

তাপস। হুঁ। টাকার অভাবে বিজ্ঞানের কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এসমস্ত কাগজের জন্যে আমাদের দেশে টাকার অভাব হয় না।

অঘোর। বিজ্ঞান তো মানুষের মাথায় অশেষ দুঃখের বোঝাই চাপিয়ে দিয়েছে, তাপসবাবু।

তাপস। হুঁ। সুখের আকর হলো মানুষের যতো কুসংস্কার!

অঘোর। জড়বিজ্ঞানের সাধনা করেই তো আজ অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টি।

তাপস। কিন্তু বিজ্ঞানই গুহাবাসী রোমশ মানবকে সভ্যতার স্তরে উন্নীত করেচে।

অঘোর। ভারত যে তার চেয়েও বড় তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলো, তাপসবাবু। সেই পরাজ্ঞান দিয়ে আজ তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিত করতে হবে। তাতেই জীবের পরম কল্যাণ, চরম শান্তি।

তাপস। হুঁ! বিজলীর চেয়ে লণ্ঠনের আলোর জোর বেশি কিনা!

যূথিকা। বৃথা চেষ্টা, স্বামীজী। ওকে বোঝাতে আপনি পারবেন না।

অঘোর। উনি কি আর বোঝেন না! বুঝেও আমাদের পরীক্ষা করার জন্যে তর্ক করেন।

তাপস। এও এক ধরনের self-deception.

অঘোর। বিষয়বুদ্ধি মানুষের চিত্তকে কলুষিত করে, আর তাকে পবিত্র করে ধর্মবুদ্ধি।

তাপস। ধর্ম তো মানুষের একটা নেশা।

যূথিকা। রাজনীতিই কি কম নেশা নাকি?

তাপস। নেশার উত্তেজনা বেশিদিন থাকে না। নেশাটাকে পেশায় পরিণত করতে হয়।

যূথিকা তোমাদের হলো Philosophy of poverty.

তাপস। আর তোমাদের হলো Poverty of philosophy.

যূথিকা। হ্যাঁ, তাইতো বলবে। কিন্তু ক্ষুধা যেদিন মিটে যাবে, সেদিন? যেদিন লোকের অভাব-অনটন থাকবে না, সেদিন?

সেদিনও কি মানুষ এই ক্ষুদ্র বস্তুজগতের মধ্যেই তার চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে নাকি?

তাপস। সমাজকে, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তোলবার জন্যে চলবে অনন্তকাল ধরে চেষ্টা।

অঘোর। সুন্দর নয়, বলুন ঐহিক সুখের জন্যে সম্পদ বাড়ানো। কিন্তু তার শেষ কোথায়, তাপসবাবু?

তাপস। শেষ? আপনারাই না বলেন, কাল অনন্ত, আপনারাই না বলেন, অমৃতস্য পুত্রাঃ! আপনারাই না আওড়ান চরৈবেতি, চরৈবেতি! আশ্চর্য! অনন্ত পথের যাত্রী মানুষ যাবে থেমে! ভবিষ্যতে আস্থা নেই বলেই আপনারা লোকের সামনে তুলে ধরেন নৈরাশ্যের ছবি, প্রচার করেন শূণ্যবাদ, গরীবদের ভুলিয়ে রাখেন অধ্যাত্মবাদের অহিফেন গিলিয়ে, আর রক্তশোষক ধনিকদের জন্যে সৃষ্টি করেন দয়াদাক্ষিণ্যের কপটনীতি।

যুথিকা। ছাখো তাপস, যার মূলে থাকে ঘৃণা বিদ্বেষ, তা কখনো বড় দর্শন হতে পারে না।

তাপস। যারা ঘৃণ্য তাদেরই আমি ঘৃণা করি।

যুথিকা। আমি যদি বলি, যাদের জন্যে তোমাদের মুখে এতো দরদ, অন্তরে তুমি তাদের সত্যি ঘৃণা করো?

তাপস। তাদের ঘৃণা করিনে। বলো তাদের অবস্থাকে ঘৃণা করি।

যুথিকা। প্রায় একই কথা হলো।

তাপস। প্রায় একই কথা হলো!…বুর্জোয়া ফিলসফিতে যারা বিশ্বাস করে তারা এছাড়া আর কি ভাবতে পারে!

যুথিকা। তত্ত্ব আওড়ানো এক জিনিস, আর নিজের জীবনে তত্ত্বকে প্রয়োগ করা আরেক জিনিস।

তাপস। তর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারকে টেনে আনার কোন মানে হয় না।

যূথিকা। নিজে সন্দেশ খেয়ে অপরকে সন্দেশ না খেতে বলারও কোন অর্থ হয় না। · [ব্যঙ্গ করে] গরীব। দরিদ্র। নিঃস্ব।...দারিদ্র্যের আস্বাদ জীবনে পেয়েচো কোনদিন? You still live on unearned income. প্রয়োজনের চেয়ে এখনো তোমার ঢের বেশি আছে।

তাপস। কিছু আছে বলেই বোধ হয় মিস যূথিকা রায় ছায়ার ন্যায় আমাকে অনুসরণ করতেন।

যূথিকা। হো—হো—হো—হোঃ! [উচ্চহাস্য] নিশ্চয়ই। ভোগের লালসাকে বৈরাগ্যের গেরুয়া দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা কোনদিনই করিনি। বিষয়ে লোভ আমার আছে বই কি। তবে হ্যাঁ, ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে গরীবদের দর্শন নিয়ে বিলাসিতা করবার প্রবৃত্তি আমার একটুও নেই।

তাপস। Intolerable! এ সমস্ত personal aspersion tolerate করা যায় না। Indecent! Vulgar!

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থানোদ্যত]

অঘোর। বসুন। আমাদের ওপর অবিচার করবেন না।

তাপস। না না দেখুন, আমার মতবাদ নিয়ে আমাকে কেউ বিদ্রূপ করবে, এ আমি সহ্য করতে পারিনে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান। যূথিকা মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।]

অঘোর। কি রকম বিশ্রী ব্যাপার হলো!

যূথিকা। আপনি ভাববেন না। অমন হয়ে থাকে।

[একটা রেকাবে করে কিছু কাটা ফল ও সন্দেশ নিয়ে গীতার প্রবেশ।]

গীতা। তাপসবাবু কোথায়?

যূথিকা। এখানকার আবহাওয়টা তার কাছে ফারনেসের মতো ঠেকছিলো, তাই চলে গেছে।

অঘোর। তাই বটে। কিন্তু যাই বলুন, আপনার কিন্তু অতটা বলা ঠিক হয়নি।

গীতা। তাপসবাবুর দ্বন্দ্ববাদটা যে সত্য, যূথিকাদি' তাই প্রমাণ করে দিচ্ছেন।

যূথিকা। যা বলেছিস ভাই! একেবারে ব্যতিহার সমাস।

[তিনজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে। তাপসের পুনঃপ্রবেশ।]

তাপস। [যূথিকাকে] কি, যাবে? না দেরি আছে?

গীতা। এই যে তাপসবাবু। আমিও তো বলি যূথিকাদি'কে ফেলে যাবেন তিনি? আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। এখানকার অধ্যাত্মবাদ নীরস হতে পারে, তা বলে ফল-মিষ্টি নীরস বা তেতো নয়। [তাপসের হাত ধরে টেনে] বসুন এসে।

[তাপস চেয়ারে উপবেশন করে। গীতা ফল-মিষ্টির রেকাবটা তার হাতে দেয় ও কুঁজো থেকে গ্লাসে জল গড়াতে থাকে। তাপস খেতে আরম্ভ করে। স্বামী তেজসানন্দ, রায় বাহাদুর মিত্র ও মিসেস এলিজার প্রবেশ। রায় বাহাদুরের বয়েস ষাটের ঊর্ধে ও মিসেস এলিজার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।]

তেজসানন্দ। তাপসবাবু, মাফ করবেন। ফিরতে দেরি হয়ে গেল। মিসেস এলিজা এমন গল্প জুড়ে দিলেন! [রায় বাহাদুর ও এলিজার প্রতি] ইনি তাপস দত্ত, মিসেস দত্তের স্বামী। [তাপস বিরক্ত হয়] পণ্ডিত লোক। [তাপসকে] ইনি রায় বাহাদুর হরপ্রসাদ মিত্র, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জাজ। আর ইনি হলেন মিসেস

এলিজা, ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী আর ফ্রীডম্ অব কাল্চার্ এসোসিয়েশনের সভ্যা।

[পরস্পর পরস্পরকে হাতজোড় করে অভিবাদন জানায়। তারপর সকলের উপবেশন।]

এলিজা। [তাপসকে] মিসেস ভট্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আপনার সঙ্গে এই প্রথম ডেখা হইল।

রায় বাহাদুর। আপনি বাংলা ভাষা কিন্তু সহজেই রপ্ত করে ফেলেচেন, মিসেস এলিজা!

এলিজা। বাংলা আমার খুব ভালো লাগে। টিউটর বংকিম চণ্ড ঠেকে আমাকে লেসন ডিতেছে। রবীণ্ড নাথ, শরৎচণ্ড, এখন আমি নিজে নিজে কিছু পড়তে পাবে। আমাডের ম্যারিকায় এটো ভাল লেখক না আছে।

[তাপস বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। গীতা এতক্ষণ জলের গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; তাপসের খাওয়া শেষ হতে তার হাত থেকে রেকাবটা নিয়ে জলের গ্লাসটা তাকে দেয়। জল পান করে তাপস গ্লাসটা গীতাকে দেয় ও প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছে। গীতা রেকাব ও গ্লাসটা নিয়ে কক্ষান্তরে চলে যায়।]

রায় বাহাদুর। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতকেই তুলে ধরেচেন তাঁর কাব্যে। আমার অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তেমন ভালো করে পড়া নেই; তবে আমার স্ত্রী বলেন, উপনিষদের বাণীকেই নতুন করে রূপ দিয়েচেন বিশ্বকবি।

এলিজা। Your wife? Oh, she is so sweet, so wonderful! Highly cultured.

রায় বাহাদুর। [গদগদ ভাবে] হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ। [হাসি] সবাই তাই বলে। তবে সুযোগ তো তেমন পায়নি; অনেকগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমি যখনি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছি, সেখানেই কালচারড্ সোসাইটিতে ওঁর একটা স্থান ছিল। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ। [পুনরায় হাসি]

[তাপস বিরক্ত হয়ে গাত্রোত্থান করে। রায় বাহাদুর একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান।]

এলিজা। Please, excuse me, Mr Dutt. আপনার কি কোন urgent business আছে ?

অঘোর। তা নয়। তাপসবাবু এসমস্ত আলোচনায় আনন্দ পান না। উনি বস্তুবাদী কিনা।

এলিজা। Oh, I see! টাপসবাবু materialist and মিসেস ডাট্ spiritualist. Then co-existence ? হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ!

[তাপস বাদে সকলের উচ্চহাসি।]

ডেখুন মিঃ Dutt, in your country this synthesis in quite possible, but in our America any adjustment with diametrically opposite outlook of life is absolutely impossible. ডেখুন, Second World War এর আগে আমার প্রঠম বিবাহ হয়। [তাপসকে] আপনি বসুন।

তাপস। ঠিক আছে। আপনি বলুন।

এলিজা। War ঠেকে আমার স্বামী ফিরলেন। But to my ill luck, he turned to be a communist! আমি টাহাকে বরডাস্ট্ করিটে পারিলাম না। Next came a youngman, my second husband—educated, brilliant—a Universty professor.

Oh my god, a pacifist ! আর কোন কটা নাই, টাহার মুখে খালি peace, peace, peace ! So disgusting !

তাপস। আপনি তা হলে শান্তি চান না ?

এলিজা। Oh, yes, certainly I do. টোবে আমি democratic world এর peace এ বিশ্বাস করে। টাহার পর শুনুন Mr, Dutt, My third husband আগে ছিলেন humanist, পরে হোলেন etheist, a militant etheist. He is a poet। কিন্তু Un-American tone বোলে আমাডের Government টাহাকে পছণ্ড করে না। So I had to leave him.

রায় বাহাদুর। এখন যিনি তিনি বুঝি আপনার fourth ?

এলিজা। Yes, Yes, he is a loyal citizen of America. Unassuming, submissive and faithful. আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে কোন clashই হয় না।

তাপস। [যূথিকাকে] চলো এবার।

যূথিকা। হ্যাঁ, চলো। [এলিজাকে] আচ্ছা, নমস্কার।

[এলিজা হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানায়। তাপস এবং যূথিকা চলে যায়। একটু বাদেই নেপথ্যে মোটরের স্টার্ট ও ভোঁ শব্দ শ্রুত হয়।]

রায় বাহাদুর। দেখুন, আপনাদের দেশে এ সমস্ত চলতে পারে। আমাদের দেশে কিন্তু রাতারাতি স্বামী বদল করা...এ আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন......

তেজসানন্দ। নিজের কথাগুলোও রায় বাহাদুর ওঁর স্ত্রীর কথা বলেই চালিয়ে দেন।

এলিজা। Ah ! Please, don't disturb him, Swamiji. বলুন, আপনার স্ট্রি কি বলেছিলেন ?

রায় বাহাদুর। তিনি বলছিলেন, হিন্দুর বিবাহবন্ধন তো এক জন্মেই শেষ হয়ে যায় না, জন্মজন্মান্তর ধরেই তা চলে ; কারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে, আত্মার মৃত্যু নেই। সুতরাং হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ বিলটা পাশ করে আমাদের বিশ্বাসের মূলেই আঘাত করা হয়েচে।

এলিজা। Yes, yes. It requires rethinking.

রায় বাহাদুর। আমার স্ত্রী বলছিলেন, এ সম্পর্কে আশ্রমের মুখপত্রে ভালো করে লেখা দরকার।

অঘোর। আপনার প্রবন্ধটা পরবর্তী সংখ্যায়ই দেবো ভাবছি, রায় বাহাদুর।

রায় বাহাদুর। সাবধান! আমার নামটা দেবে না ·কিন্তু। একটা ছদ্মনাম দিয়ে দেবে।

এলিজা। এটো ভয় কেন, রায় বাহাডুর ?

রায় বাহাদুর। আমার বড় মেয়ে ইলা যে এই আইনের একজন মস্ত বড় সমর্থক। বউমা'ও মনে মনে খুশি

এলিজা। হোঃ-হোঃ-হোঃ! [উচ্চহাসি] Then civil war at home ? Terrible—terrible indeed, Rai Bahadur! Ha; স্বামীজী, Indo-American friendship প্রচারের জন্য কাগজে আরো একটু Space ডিলে ভালো হয়।

অঘোর। তা হলে কাগজের কলেবর বাড়াতে হবে।

এলিজা। কোরবেন।

অঘোর। খরচ ?

এলিজা। Don't worry for that. আমি আরো advertisement secure কোরবে। If necessary I shall collect fund. কিণ্টু, কাগজ আপনাকে ভালো করে চালাইটেই হোবে।

রায় বাহাদুর। আমার স্ত্রী বলছিলেন, মাসের রাশিফলটা দিলে কেমন হয় ?

এলিজা। Not a bad idea. আমাদের দেশেও Indian Astrology চিরে চিরে appreciation পাচ্ছে। আচ্ছা, স্বামীজী, Tomorrow I shall leave for Delhi. সেখানে এক সপ্তাহ লাগবে আমার। ফিরে এসে দেখা কোরব। নমস্কার। [উঠে দাঁড়ায়]

রায় বাহাদুর। আর কেন, আমিও উঠি এবার। [গাত্রোত্থান। যেতে যেতে] আমার স্ত্রী বলছিলেন, বুঝলেন মিসেস এলিজা……

[উভয়ের প্রস্থান। স্বামীজী তাদের এগিয়ে দিয়ে আসতে যান। গীতার প্রবেশ।]

অঘোর। গীতা, ক'দিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি। আশ্রমে থাকতে গেলে আশ্রমের নিয়ম মেনে চলাই ভালো নয় কি ?

গীতা। খুলে বলুন।

অঘোর। তোমার চলাফেরা আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে বেশ একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেচে।

গীতা। কী রকম ?

অঘোর। তুমি নিজেই তা জানো। আমাকে আর প্রশ্ন কচ্ছ কেন ?

গীতা। আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজই তো আমি করিনি।

অঘোর। জিতেনবাবুর বাড়ি তো তুমি প্রায়ই যাও ?

গীতা। হ্যাঁ যাই, তাঁর মাকে আমি মহাভারত পড়ে শোনাই।

অঘোর। সেটা তো উপলক্ষ্য।

গীতা। অঘোরবাবু, বুঝেছি আপনি কি ইঙ্গিত কচ্ছেন। কি নোংরা মন আপনার।

[প্রস্থানোদ্যত]

অঘোর। কষ্টিপাথর কাগজ আশ্রমে এনেচে কে ?

গীতা। আমি।

অঘোর। তাতে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রবন্ধ বেরিয়েচে তা তুমি সবাইকে পড়ে শুনিয়েচ?

গীতা। হ্যাঁ, শুনিয়েচি।

অঘোর। ভালো করোনি। তাঁর সে ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। আমরা তা মানিনে।

গীতা। ভ্রান্ত, আপনারা প্রমাণ করুন।

অঘোর। আমাদের পুর্বপুরুষগণ বহুকাল আগেই তা প্রমাণ করে গেছেন। তুমি জিতেনবাবুর বাড়ি আর যাবে না।

গীতা। আপনার হুকুম?

অঘোর। যা মনে করো।

গীতা। স্বামীজী বর্তমানে এই আশ্রমে আর কারো হুকুম করার অধিকার আছে বলে আমি মনে করিনে।

অঘোর। ও!

[গীতা দ্রুত কক্ষান্তরে প্রস্থান করে এবং অঘোরানন্দ রোষকষায়িত লোচনে তার দিকে তাকায় ও চলে যায়।]

মঞ্চ অন্ধকার হয় ও পর্দা পড়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক - দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্য। কয়েকদিন পর সন্ধ্যা বেলা। চক্রধারীর আসনের সামনে ধূপধুনো ও প্রদীপ জ্বলছে। ঘরে বিজলী বাতিও রয়েছে। ঠাকুরের দিকে মুখ করে গীতা ধ্যান করছে। দূরে কোনো মন্দিরে আরতির বাজনা শোনা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে আরতির বাজনা থেমে যায়। অঘোরানন্দ প্রবেশ করে।]

অঘোর। কার ধ্যান করা হচ্ছে? ঠাকুরের, না অন্য কারো?

[গীতা চমকে ওঠে]

গীতা। এ কি অশোভন প্রশ্ন আপনার?

অঘোর। অশোভন হতে পারে, কিন্তু অসত্য নয়।

গীতা। আপনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর মতো কথা বলুন।

অঘোর। হাসালে গীতা। তুমি তো সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তোমার আচরণ দিনদিনই দুর্বোধ্য হয়ে উঠচে।

গীতা। তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। স্বামীজী রয়েচেন। আমার কোন অন্যায় হয়ে থাকলে তিনিই তা দেখবেন।

অঘোর। তিনি তোমাকে কন্যাধিক স্নেহ করে থাকেন। তাই তোমার সম্বন্ধে তিনি হয়তো অন্ধ। তা বলে সবাই তো আর...

গীতা। অঘোরানন্দ।

অঘোর। ঠিকই বলেচি গীতা। এই আশ্রমের শুভাশুভ আমাকে দেখতে হবে বই কি। সবদিক তো আর স্বামীজীর দেখা সম্ভব নয়। এই তো তিনি তীর্থপর্যটনে যাবেন। আশ্রমের ভালো মন্দ তখন তো আমাকেই দেখতে হবে।

গীতা। অ!

অঘোর। পাঁচজনের সাহায্যে আশ্রম চলে। আশ্রমের যদি দুর্নাম হয়, আমরা লোকের সহানুভূতি হারাবো। তখন চাঁদা, ডোনেশন সবই বন্ধ হবে। সেদিন রায় বাহাদুর তো আমাকে বললেনই…

গীতা। কি বলেচেন তিনি ?

অঘোর। বললেন—আমাদের তো সোসাইটিতে একটা স্থান আছে। এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয় যার সম্পর্কে কোন রকম দুর্নাম রটতে পারে।

গীতা। হঠাৎ তাঁর একথা বলার মানে ?

অঘোর। প্রফেসর গাঙ্গুলীর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁরও কানে গেছে।

গীতা। আপনিই তাঁর কানে কথাটা তুলেচেন নিশ্চয় ?

অঘোর। কেন, তুমি কি মনে করো আশ্রমের মেয়েরা তোমার সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ?

গীতা। [উত্তেজিত হয়ে] গাড়ীতে চড়ে রায় বাহাদুরের সঙ্গে যে-মেয়ে প্রায়ই হাওয়া খেতে বেরোয় সে উদাসীন হবে কী করে ? শিবানীর মাথাটা খেয়েচেন রায় বাহাদুর…

অঘোর। একজন বৃদ্ধের নামে তুমি যা তা বলো না। তিনি মানী লোক।

গীতা। মানী লোক যখন ছোট কাজ করেন তখন তাঁর আর মান থাকে না। আপনি জানেন, তাঁর স্ত্রী একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন ?

অঘোর। কে বললে তোমায় ?

গীতা। তার নাম নাই বা শুনলেন। এই সেদিন রায় বাহাদুরের মেজো ছেলে যে রিভলবার নিয়ে বাপকে খুন করতে গিয়েছিলো, আপনি কি তাও অস্বীকার করতে চান ?

অঘোর। আমি তো এই প্রথম তোমার মুখ থেকে শুনলাম।

গীতা। থাক, লঘু-গুরু যার জ্ঞান নেই তার কথা না তোলাই ভালো।

অঘোর। এ সমস্তই তো তোমার শোনা কথা।

গীতা। আমার সম্পর্কেও তো আপনার সবই শোনা কথা।

অঘোর। গীতা, উত্তেজনায় তুমি বোধ হয় আত্মহারা হয়ে পড়েচ। তুমি বুঝতে পারছ না এতে আশ্রমের কত বড় ক্ষতি হতে পারে। এ সমস্ত কথা যদি রায় বাহাদুরের কানে যায়, আমরা একজন মস্ত বড় পেট্রন হারাবো। লোকের মুখে যা শুনবে তাই বিশ্বাস করো না।

গীতা। আপনাকেও আমি সেই অনুরোধই করছি।

অঘোর। তুমি কি বলতে চাও জিতেনবাবুর সঙ্গে তুমি কখনো বেড়াও না? সেদিন যে তোমরা মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলে, তা কি কারো নজরে পড়েনি?

গীতা। আপনার নজরবন্দী হয়ে যে ছিলাম তা আমি জানি। কিন্তু সেদিন জিতেনবাবুর মাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

অঘোর। মাকে ছাড়াও তোমরা বেরোও।

গীতা। না, এখনো পর্যন্ত বেরুইনি। ...তবে এবার বেরুব।

অঘোর। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সেদিন তো নৈশ পর্যটন বেশ ভালোই হলো।

গীতা। [উত্তেজিত হয়ে] কী চান আপনি? বলুন, কী চান?

অঘোর। কী চাই আমি...কী চাই?

গীতা। হ্যাঁ হ্যাঁ...বলুন আপনি...খুলে বলুন, কী চান আপনি?

অঘোর। [অপ্রস্তুত হয়ে] না না, কিছু চাইনে আমি, কিছু চাইনে...

[দ্রুত প্রস্থান। গীতা ধীরে ধীরে প্রদীপের সলতে বাড়াতে থাকে।]

[নেপথ্যে গান]

"ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে।
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে।
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥"

[গীতার দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রবেশ করেন স্বামী তেজসানন্দ।]

তেজসানন্দ। এ কি! চোখে জল কেন, মা?

[গীতা নিরব।]

কি হয়েচে? কেউ কি তোমায় কিছু বলেচে?

গীতা। [দাঁড়িয়ে] না, স্বামীজী। আজ চক্রধারীকে ভুবনমোহন রূপে দেখতে পেলাম। তাই চোখে জল এলো।

তেজসানন্দ। না মা, এতো আনন্দের অশ্রু নয়। তোমার কণ্ঠস্বরে এখনো কান্না লুকিয়ে আছে। [স্নেহে শিরে হাত বুলিয়ে] আমার কাছে গোপন করো না। বলো তোমার কি হয়েচে?

গীতা। ভালোবাসা কি পাপ, স্বামীজী?

তেজসানন্দ। সে কি কথা মা! মানুষকে ভালো না বাসাই তো পাপ। ভুবনমোহন প্রেমের বাঁশী বাজিয়েই তো বিশ্বচরাচরকে মোহিত করে রাখেন। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে বিনাশ। প্রেমই আনন্দ, আনন্দই প্রেম। আসুরিক শক্তি যখন প্রেমের রাজ্যকে নিরানন্দময় করে তুলতে চায় তখনই মুরলীধর চক্রধারী রূপ ধারণ করেন। তাঁর সেই সংহার-রূপ সৃষ্টি রক্ষার জন্যেই মা, ধ্বংসের

জন্যে নয়। প্রেম আছে বলেই মনুষ্যকুলের বৃদ্ধি আর হিংস্র পশুকুলের হ্রাস।

গীতা। তবু যুগে যুগে অসুরের সৃষ্টি হয় কেন, স্বামীজী?

তেজসানন্দ। এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে মা? লীলাময়ের লীলা! আচ্ছা, হঠাৎ আজ তোমার এরকম প্রশ্ন কেন বলো তো?

গীতা। আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেচে, স্বামীজী। আমি আপনার সঙ্গে তীর্থপর্যটনে যাবো।

তেজসানন্দ। চঞ্চল মন নিয়ে তীর্থপর্যটনে গিয়েও তো কোন ফল হয় না, মা। দর্পণ পরিষ্কার না থাকলে যেমন প্রতিফলন হয় না তেমনি মন পরিচ্ছন্ন না থাকলে তীর্থস্থানে গিয়েও দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। তোমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ জানতে পারি কি মা?

গীতা। অজ্ঞাত কোন পাপ হয়তো আমার মনকে স্পর্শ করেচে।

তেজসানন্দ। অজ্ঞাতসারে কোন পাপ করে থাকলে অনুশোচনাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

গীতা। না স্বামীজী, আমি সন্ন্যাসিনী।

তেজসানন্দ। সন্ন্যাসিনী নও, ব্রহ্মচারিণী। দুর্বিপাকে পড়ে আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব হারিয়ে তুমি অনাথা হয়েছিলে। আশ্রমে এসে তুমি আর দশটি মেয়ের মতোই আশ্রয় পেয়েচ। যতটুকু পেরেচি তোমাদের মনে শান্তি দেবার চেষ্টা করেচি, কিন্তু তোমাদের আমি সন্ন্যাসিনী করে তুলতে চাইনি। তোমাদের সামনে তুলে ধরেচি গীতার আদর্শ আর শুনিয়েচি উপনিষদের বাণী: "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"* ত্যাগেই ভোগের নিবৃত্তি—এই আদর্শকে মনে রেখে তোমরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করো, সুগৃহিণী হও, এই আমার মনের অভিলাষ। তোমরা আশ্রমকন্যা। সকলের কুলগোত্রও

জানিনে। কোন গৃহীই কি সরল মনে হৃষ্ট চিত্তে তোমাদের গ্রহণ করবে, মা? যদি কোন উদারহৃদয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির তেমন সুমতি হয়, আমি নিশ্চয়ই তাকে আশীর্বাদ করবো। কিন্তু আমাদের দেশে তো কেউ স্ত্রীরত্ন চায় না মা, চায় কুলজী আর ঠিকুজী-কোষ্ঠি।

গীতা। [আবেগভরে] স্বামীজী, এই যদি আপনার অভিপ্রায়, তবে এতদিন তা বলেননি কেন?

তেজসানন্দ। বলার প্রয়োজন হয়নি।

গীতা। তবে আজই বা বললেন কেন?

তেজসানন্দ। প্রয়োজন হলো, তাই বললাম।

গীতা। আপনি জানেন, এ নিয়ে কত তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করতে হয়?

তেজসানন্দ। জানি।

গীতা। জানেন!

তেজসানন্দ। হ্যাঁ, জানি। আমার মনের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করিনি পাছে এই সূত্র ধরে আশ্রমের মেয়েদের মনে দুর্বলতা আসে, পাছে অসংযম দেখা দেয়। তাদের মনকে আমি ইস্পাতের মতো করে তৈরী কচ্ছি। কিন্তু তোমাকে আমি জানি। আমার বিশ্বাস তোমার দ্বারা কোন অন্যায় অধর্মের কাজই হতে পারে না। তাই তোমাকে ভরসা করে আজ যেকথা বললাম সেকথা আমি অঘোরানন্দকেও বলিনি।

গীতা। তাকে বলাই ভালো, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। না, এখনো নয়।

গীতা। নয়। কেন?

তেজসানন্দ। সেকথা জেনে তোমার কাজ নেই। আশ্রমের ভার আমি তোমারই ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

গীতা। আমার ওপর!

তেজসানন্দ। হ্যাঁ, তোমার ওপর। আমাকে একটা কথা দিতে হবে গীতা।

গীতা। বলুন।

তেজসানন্দ। অঘোরের কথায় তুমি কখনো রাগ করে এমন কাজ করবে না যাতে আশ্রমের ক্ষতি হতে পারে। অত্যধিক অপত্য-স্নেহ যেমন পিতাকে অন্ধ করে তোলে, আশ্রমের প্রতি অত্যধিক আসক্তিও অঘোরকে তেমনি সময় সময় অন্ধ করে দেয়। অত্যধিক কোন জিনিসই ভালো নয়, মা। তাই তার সম্বন্ধে আমি আজও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাজ তুমি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করবে, আমাকে কথা দাও।

গীতা। আমার নিজের শক্তি কতখানি আছে জানিনে, স্বামীজী। তবু আপনি যখন আদেশ কচ্ছেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য করে নিলাম।

তেজসানন্দ। নিশ্চিন্ত হলাম। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে সর্বদা সমস্ত কাজে হাত দেবে। জানি আমি, ভগবৎ-বিরোধী কোন কাজই তোমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তবু বলে যাচ্ছি, কখনো কোন দ্বিধা বা সমস্যায় যদি পড়ো এই ত্রিলোকপতি চক্রধারীর স্মরণ নিও, তিনিই তোমাকে পথের কথা বলে দেবেন।

[বাইরে মোটরের ভেঁা শব্দ]

বোধ হয় রায় বাহাদুর এলেন। যাবার সময় হয়ে এলো, মা। বিছানাপত্তরগুলো গুছিয়ে দাও।

[গীতার ভেতরে প্রস্থান]

"ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥"

[রায় বাহাদুরের প্রবেশ]

রায় বাহাদুর। আমারও তীর্থপর্যটনে যাবার ইচ্ছে ছিলো, স্বামীজী; কিন্তু উনি আমাকে একলা ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজী নন। আপনার মতো সঙ্গী পেয়েও আমার যাওয়া হলো না, দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

তেজসানন্দ। তা দু'জনেই তো গেলে পারতেন।

রায় বাহাদুর। তাও যাবেন না। বলেন, "আমি গেলে এটা দেখবে কে, ওটা চলবে কি করে?" নিজেও যাবেন না, আমাকেও যেতে দেবেন না। আসল কথা কি জানেন স্বামীজী, স্ত্রীজাতি বড় ঈর্ষা কাতর। ওরা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে। যাক সেকথা। [উপবেশন] বিকেলবেলা মিসেস এলিজার একখানা চিঠি পেলাম। সে লিখেচে আরো এক সপ্তাহ তাকে দিল্লীতে থাকতে হবে। তাদের এসোসিয়েসনের মুখপত্রের জন্যে আপনাকে একটা প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেচে।

তেজসানন্দ। ফিরে এসে লিখবো।

রায় বাহাদুর। না, তা হ'লে চলবে না। Next issueর জন্যেই তারা লেখাটা চায়। এই তীর্থ ভ্রমণের সময়ই কোন ফাঁকে একটা প্রবন্ধ লিখে আপনি তাদের হেড অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

তেজসানন্দ। তা কি ক'রে হয়!

রায় বাহাদুর। হতেই হবে। কার্ল মার্ক্সের বস্তুবাদ যে অন্তঃসারহীন, বেদান্ত উপনিষদ থেকে উদাহরণ দিয়ে আপনি তা প্রমাণ করে দেবেন।

তেজসানন্দ। প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর লোক আজ যে আদর্শকে মেনে নিয়েচে তাকে তো এক কথায় নস্যাৎ করা যায় না, রায় বাহাদুর। হয়তো তারও মধ্যে কিছু সত্য আছে। তাছাড়া ও বিষয়ে আমি

কিছুই পড়াশুনো করিনি। যা জানিনে বা জানবার চেষ্টা করিনি তার বিরুদ্ধে হঠাৎ লেখনী ধারণ করবো কি করে ?

রায় বাহাদুর। কতকগুলো গরম গরম কথা ছাড়া আর কি আছে ওর মধ্যে ? আমাদের দর্শনের কাছে ওই মার্ক্সবাদ। ও তো পাশ্চাত্য দেশের সস্তা বুলি। অথচ আমাদের দেশের ছেলেছোকরাগুলোর মাথায় আজকাল ওই সমস্তই ঢুকেচে। আপনাদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি এই বিষয়ে উদাসীন থাকেন…

তেজসানন্দ। দেখুন রায় বাহাদুর, যৌবনে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে একদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। সেই স্বপ্ন আজ সফল। তাই রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে এই আশ্রম করেচি। আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিশ্বাস দিয়ে আমি যদি কারো মনে একটু শান্তি দিতে পারি, যদি কারো আত্মিক উন্নতি বিধানে সহায় হতে পারি, তাই যথেষ্ট মনে করবো। অপরের মত ও বিশ্বাসকে নিন্দা করা, ছোট করা আমার কাজ নয়। আর জানবেন, যা সত্য তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শত বাধা দিলেও তার প্রতিষ্ঠা হবেই। অতো ভয় কিসের আমাদের! যে আসতে চায় তাকে আসতে দিন না। বোঝা-পড়ার মধ্য দিয়েই সত্য মিথ্যার যাচাই হয়ে যাবে।

রায় বাহাদুর। কিন্তু মিসেস এলিজা যে…

তেজসানন্দ। আচ্ছা, তাকে আমি সব কথা খুলে লিখে বুঝিয়ে দেবো। ভারতের আদর্শকে আগে সে ঠিক বুঝতে পারেনি। অসহিষ্ণুতা নয়, নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই ভারতের আদর্শ। আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। দেখি গীতা আমার বিছানাপত্তর বাঁধার কি করলো।

[ভেতরে প্রস্থান। রায় বাহাদুর অপ্রসন্ন মনে লাঠির মাথায় হাতের আঙুলগুলো নাচাতে থাকেন। একটা

বেডিং ও সুটকেস হাতে নিয়ে জিতেন ও তার পেছনে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ। হেমাঙ্গিনীর গায়ে চাদর।]

জিতেন্দ্র। স্বামীজী?

রায় বাহাদুর। আছেন। ভেতরে।

জিতেন্দ্র। বাড়ি থেকে সোজা ষ্টেশনে চলে গেলেই ভালো হতো, মা।

হেমাঙ্গিনী। স্বামীজী যে বললেন আশ্রম হয়ে যেতে।

রায় বাহাদুর। বসুন।

[জিতেন বেডিং ও সুটকেসটা মেজেতে রাখে। গীতার প্রবেশ।]

গীতা। এই যে এসেচেন। আসুন ভেতরে। এখনো যথেষ্ট সময় আছে।

[হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে গীতার ভেতরে প্রস্থান। জিতেন বেঞ্চিতে উপবেশন করে।]

রায় বাহাদুর। আপনিও যাবেন নাকি?

জিতেন্দ্র। না। মা-ই যাবেন।

রায় বাহাদুর। তা আপনি তো তীর্থধর্ম কিছু মানেন না। কিছু মনে করবেন না, আপনার লেখা পড়ে তাই মনে হয়।

জিতেন্দ্র। আমি তো তীর্থধর্ম সম্পর্কে কোনদিন কিছু লিখিনি!

রায় বাহাদুর। ইতিহাসের নূতন বিচার তো আপনারই লেখা?

জিতেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায় বাহাদুর। মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়েই তো সেটা লেখা।

জিতেন্দ্র। পড়ে আপনার তাই মনে হয়েচে বুঝি?

রায় বাহাদুর। না না, আমি পড়িনি, আমি পড়িনি। আমার স্ত্রী বলছিলেন......

জিতেন্দ্র। [হেসে] ও! আপনি নিজে একবার পড়ে দেখবেন।

রায় বাহাদুর। আচ্ছা আচ্ছা, পড়বো পড়বো। গীতার কাছে নিশ্চয়ই আছে। তার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে পড়বো।

[খোঁচা খেয়ে জিতেন একবার তার দিকে কটমট করে তাকায়। তেজসানন্দের পুনঃ প্রবেশ।]

তেজসানন্দ। রায় বাহাদুর, আপনার গাড়ীতে ক'জন ধরে ?

রায় বাহাদুর। চার জন।

তেজসানন্দ। তা হ'লে আর ট্যাক্সি না ডাকলেও চলবে।

রায় বাহাদুর। [ইতস্তত করে] স্বামীজী!

তেজসানন্দ। বলুন।

রায় বাহাদুর। একটা স্প্রিং তেমন ভালো নেই।

[তেজসানন্দ রায় বাহাদুরের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান।]

তেজসানন্দ। তা হ'লে একটা ট্যাক্সিই ডাকা যাক।

রায় বাহাদুর। [হৃষ্ট চিত্তে] তাই করুন, তাই করুন। না হ'লে রাস্তায় গিয়ে আবার কোন্ বিভ্রাটে পড়তে হবে ঠিক কি ?

তেজসানন্দ। তা হ'লে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।

জিতেন্দ্র। আপনি যাবেন কেন! আমিই যাচ্ছি।

তেজসানন্দ। না না, তাতে কি হয়েচে!

[অঘোরানন্দের প্রবেশ।]

এই যে অঘোর, একটা ট্যাক্সি ডাকো তো।

[জিতেনের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হেনে অঘোরের প্রস্থান।]

রায় বাহাদুর। তা হ'লে আমি এখন আসি, স্বামীজী ?

তেজসানন্দ। আসুন।

[রায় বাহাদুর দু' পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসেন।]

রায় বাহাদুর। তা হ'লে আমার প্রস্তাবটার কথা ভালো করে ভেবে দেখবেন, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। দেখবো।

[স্বামীজীর উদাসীন উত্তরে রায় বাহাদুর মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে প্রস্থান করেন।]

জিতেন্দ্র। রায় বাহাদুরের গাড়ীতেই বুঝি আমাদের যাবার কথা ছিল ?

তেজসানন্দ। হ্যাঁ।

জিতেন্দ্র। হঠাৎ স্প্রিং খারাপ হয়ে গেলো!

তেজসানন্দ। [হেসে] ওরকম হয়। তা......

[বাইরে মোটরের স্টার্ট ও ভোঁ শব্দ। গীতা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।]

হেমাঙ্গিনী। গীতাও আমাদের সঙ্গে গেলে খুব ভালো হতো, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। গীতা বুঝি মাকে হাত করেচ ?

গীতা। না স্বামীজী, যাবার কথা আমি একবারও বলিনি।

তেজসানন্দ। আচ্ছা, যাবে না, এর পরের বারে যাবে। [বাইরে গাড়ী থামার শব্দ ও অঘোরের প্রবেশ।] এবার তবে রওনা হওয়া যাক। গীতা, যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত ?

গীতা। না, আপনারা আসুন!

[জিতেন মায়ের বেডিং ও সুটকেস হাতে নেয়। অঘোর ভেতরে ঢুকে স্বামীজীর বেডিং ইত্যাদি নিয়ে আসে। গীতা স্বামীজী ও হেমাঙ্গিনীকে হাত জোড় করে নমস্কার করে। তারপর একে একে সকলে বেরিয়ে যায়। গীতা একা নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে মোটরের ভোঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। অঘোর প্রবেশ করে।]

এ কি! আপনি যাননি ?

অঘোর। না।

গীতা। ওঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলেন না কেন আপনি?

অঘোর। প্রয়োজন নেই। কেউ ছেলেমানুষ নয়। তাছাড়া জিতেন বাবুই তো রয়েচেন।

গীতা। অ!

[গীতা প্রস্থানোদ্যত হয়। অঘোর তার পথ আগলে দাঁড়ায়।]

গীতা। কি মতলব আপনার?

অঘোর। কিছু না। বলো, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি?

গীতা। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

অঘোর। তোমাকে আঘাত দিয়ে কথা বলে মনে বড় অশান্তি পাচ্ছি।

গীতা। বেশ, আর দেবেন না।

অঘোর। গীতা!

গীতা। বলুন।

অঘোর। আমার প্রতি তুমি বিরূপ কেন?

গীতা। আপনি ভুলে যাবেন না এটা আশ্রম।

অঘোর। আশ্রমের লোক যদি গৃহ চায়?

গীতা। এর উত্তর দেবেন স্বামীজী।

অঘোর। না, আমি তোমার কাছ থেকেই উত্তর চাই।

গীতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] আমার কাছ থেকে কোন উত্তরই পাবেন না। আপনি পথ ছাড়ুন।

অঘোর। মনে করে ছাখো, পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে যেদিন শিয়ালদ' ষ্টেশনে এসে পড়েছিলে কতকগুলি নারীব্যবসায়ীর হাতে, সেদিন আমি পুলিশের সাহায্যে তোমাকে উদ্ধার করে যদি এই আশ্রমে না নিয়ে আসতাম তা হ'লে আজ তোমার স্থান হতো কোথায়?

গীতা। সেজন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

অঘোর। শুধু কৃতজ্ঞতা! আর কিছু নয়?

[লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতার দিকে চায়।]

গীতা। না না, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়। আপনি আমার দিকে অমন করে চাইবেন না।

[পাশ কাটিয়ে গীতা দ্রুতপদে চলে যায়। অঘোর দু'হাত বাড়িয়ে যেন তাকে ধরতে চায়, কিন্তু আবার হাত গুটিয়ে আনে।]

দ্রুত পর্দা পড়ে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাত্রির প্রথম ভাগ। জিতেনের কক্ষ। দূরে জন-কোলাহল। জানালা খুলে জিতেন তা শোনার চেষ্টা করে। হাঁপাতে হাঁপাতে লছ্‌মনের প্রবেশ।]

লছ্‌মন। [ধামাটা মেজেতে রেখে] হা রে বাপ-রে···বাপরে ·· বাপরে...বাপ! দিমাগ খারাপ কর্ দিয়া!

জিতেন্দ্র। কি হয়েচে লছ্‌মন?

লছ্‌মন। আর বোল কেনে খোকাবাবু! ওই বগলকা গলিমে য়ঁ্যায়সা হল্লা সুরু হো গিয়া। আরে হামে ত বুঝতে না পারে খোকাবাবু, এ কঁ্যায়সা জমানা হৈ? সয়তানকা জমানা। গরীব আদমীকো 'পর এতনা জুলুম। তুমারে কি বোলবে, খোকাবাবু। পাপরকা গুলি দিয়ে বস্তিসে হামে নিকলাইসে—হারে ব্বাবা, দেখে কি লালকুট্‌ঠির ···লালকুট্‌ঠির হেই চার চার দারোয়ান লাঠি লিয়ে চিল্লাইছে—"শালা লোঁগ ইধার আও, দেখ লেঙ্গে।"

জিতেন্দ্র। ব্যাপার কি?

লছ্‌মন। বস্তির এক লেড়কা নাকি লালকুট্‌ঠির অন্দরমে ঢুকে গাছ থে থোড়া লিচু লিয়েছিল। দারোয়ান লোঁগ লেড়কাকে ধরে বুঝলে খোকাবাবু, য়ঁ্যায়সা মার মারলো যে লেড়কাকো খুন বহা রহা হৈ। বস্তির আদমী সব লালকুট্‌ঠির মালিককো পাস ইসকো বিচার মাংলো। উনলোঁগ বলে কি "কৈ আদমী ফিন্ ইমন্ কাম কোরবে তো উসকো জাহান লেঙ্গে।" এহি বিচার হৈ?

জিতেন্দ্র। বিচার ঠিকই হয়েচে লছমন। ওদের বাগানের ফলের দাম গরীবের জীবনের চেয়ে অনেক বেশি।

লছমন। বস্তির সব আদমির শির্ গরম হোইয়ে গেলো। বরসে বাহির আ কর উনলোগ হল্লা সুরু কোরল। শালা দরোয়ান লোগ তখন কোরল কি—গরীব আদমীকো 'পর লাট্ঠি চালাইলো। বস্তির লোগ ভি ছোড়লো না। তারাও লাট্ঠি চালাইলো।…ক্যায়সা হালচাল হৈ, হামকো মালুম নেহি হোতা। বাপ্ রে বাপ!

[তাপসের প্রবেশ]

তাপস। তোদের রাস্তার মাথায় যে খুনোখুনি কাণ্ড রে!

জিতেন্দ্র। শুনলাম তো লছমনের মুখে।

লছমন। আভি হল্লা আছে নাকি বাবু?

তাপস। না, পুলিশ এসেচে দেখলাম। লোকের ভীড় কমেনি।

লছমন। কৈ আদমী জখম হইছে?

তাপস। বলতে পারিনে। হওয়াই সম্ভব। দু'পক্ষই তো সমান।

জিতেন্দ্র। তাই বটে তাপস! আকাশছোঁয়া চারতলা লালকুঠি আর খোলার চালা—সমান বই কি!

তাপস। আরে না না, তুই জানিসনে। আমাদের বাড়ির পাশের বস্তির লোকগুলোকে দেখি তো। চব্বিশ ঘণ্টা যেন মারমুখো হয়েই আছে।

লছমন। নেহী নেহী বাবু, বস্তির আদমিকো কৈ দোষ নেহী হৈ। আরে হামে তো দেখলো। ও শালা দরোয়ান লোগ বদমাস হৈ। খোকাবাবু, হামে তোবে যাই।

জিতেন্দ্র। বসে যাও না আর একটু।

লছমন। না না, দের হয়ে যাবে। আওর তিন জায়গায় এই গুলি হামার দিতে হোবে। দিদির খোবর কি?

জিতেন্দ্র। চিঠি পেয়েচি, ভালোই আছেন।

তাপস। এখন কোথায় আছেন তাঁরা ?

জিতেন্দ্র। বোধ হয় হরিদ্বারেই আছেন। মা'র নাকি হরিদ্বার খুব ভালো লেগেচে। সাতআট দিন থাকবেন সেখানে।

লছমন। হরদুয়ার। হাঁ, হাঁ, হরদুয়ার বহৎ আচ্ছা জায়গা আছে।

তাপস। তুমি গিয়েচ নাকি সেখানে ?

লছমন। হঁ, হঁ, যে বছর কুম্ভমেলা হোল ··

তাপস। ও,.কুম্ভমেলায় গিয়েছিলে ?

লছমন। হঁ, হঁ, কুম্ভমেলা, কুম্ভমেলা।...আচ্ছা উঠি বাবু, সীয়ারাম কহো, সীয়ারাম।

[ধামা মাথায় নিয়ে দরজা দিয়ে একবার বাইরে উঁকি মারে ও পরে প্রস্থান করে।]

তাপস। মাসীমা আসবেন কবে ?

জিতেন্দ্র। দিন পনের হলো, আরো দিন পনের নিশ্চয়ই ঘুরবেন।

তাপস। ছাখ্ জিতেন, আমার মনে হয় religion-এর বিরুদ্ধে আমাদের একটা systematic campaign চালানো উচিত।

জিতেন্দ্র। ধর্ম নিয়ে তুই এতো মাথা ঘামাস কেন বলতো তাপস ? ধর্ম যেমন মানুষকে পেয়ে বসে, অধর্মও দেখছি তেমনি তোকে পেয়ে বসেচে।

তাপস। মানুষের সমস্ত বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেচে ওই ধর্মবিশ্বাস। চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের কারণ না জানে কে ? তবু হাজার হাজার লোক গঙ্গার ধারে ভেঙ্গে পড়ে। দেশটাকে শাসন কচ্ছে তো গোটাকতক পাঁজি।

জিতেন্দ্র। অস্বীকার করিনে। কিন্তু মানুষের চেতনার স্তরকে অগ্রাহ্য করে তুই যদি আঘাত হানতে যাস, নিজেই ভেঙ্গে যাবি

ভাববার আরো অনেক বিষয় আছে। অবস্থার চাপে পড়ে মানুষের চিন্তা আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কঠোর জীবন-সংগ্রামে আত্মসর্বস্ব হয়ে মানুষ মানুষকে ভুলতে বসেচে। এই অবস্থা থেকে মানুষকে কি করে মুক্তি দেওয়া যায় তাই হচ্ছে আসল ভাববার বিষয়। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে আপন করে নিক, এক নতুন জীবনের আস্বাদ পাক ও। কোন রকমে টিকে থাকাই তো নয়, মানুষকে বাঁচতে হবে for a better life, আরো উন্নত জীবন পাবার আশায়।

তাপস। হেঁয়ালি হেঁয়ালি, এসব তোর হেঁয়ালি ফিলজফি। এও থাকবে, ও-ও থাকবে! সমন্বয়বাদে পেয়েচে তোকে।

জিতেন্দ্র। না, তা নয়। যে একবার যে পথ নেবে, কেউ তাকে রুখতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখিস, একা পর্বত ডিঙ্গোনো যায়, কিন্তু দলে দলে মানুষকে যদি পর্বত অতিক্রম করতে হয় তবে সুড়ঙ্গ কেটে রেলপথ বসানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে সময় লাগে, কিন্তু বহু চলার পথ সহজ হয়।

তাপস। বিজ্ঞান ছেড়ে তুই ধোঁয়াবাদ প্রচার করতে চাস নাকি?

জিতেন্দ্র। না, তাপস। আমাদের অতীত ঐশ্বর্যকে যতই জানতে পাচ্ছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। কি অতুল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েচে আমাদের! কিন্তু দুঃখ কোথায় জানিস? ইতিহাসের এক একটা গৌরবময় অধ্যায়ের পর এক একটা অন্ধকার যুগ, চরম প্রতি-ক্রিয়ার তাণ্ডব। তাতে সভ্যতার কত সম্পদ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলা যায় না। ইতিহাস তার পরম্পরা হারিয়ে ফেলেচে। এই missing link গুলো যদি খুঁজে বার করা যায়, কি এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হবো আমরা, বল দেখি?

তাপস। বুঝেচি বুঝেচি, অতীতের মধ্যে মুখ লুকোতে চাস তুই।

জিতেন্দ্র। না না, আমাকে ভুল বুঝিসনে তাপস। মাতৃজঠরে কেউ ফিরে যেতে চায় না ; কিন্তু মায়ের প্রাপ্য সম্মান তাঁকে দিতে হবে বই কি।

তাপস। অ।

জিতেন্দ্র। আচ্ছা, একবার ভেবে ত্যাখ তো তাপস, যে বৌদ্ধ সভ্যতা একদিন সারা এসিয়ার বুকে আলো জ্বেলে দিলো তার পতন হলো কেন? নিশ্চয়ই পতনের বীজ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত ছিলো। না হলে সনাতনীদের অভ্যুত্থান সম্ভব হলো কি করে? ইতিহাসের এই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। পতন অভ্যুত্থানের কারণগুলো আমাদের জানতে হবে। এবং যেদিন সেগুলো ভালোভাবে জানতে পারবো, সেদিন এমন এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারবো আমরা যার আর পতন হবে না কোনদিনই, হবে ক্রমোন্নতি।

তাপস। জমকালো সমাধিস্তম্ভ রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, ক্রমোন্নতি হয় না। ও শুধু অতীতের জাবর কাটা।

[অসহিষ্ণু ভাবে তাপসের প্রস্থান। জিতেন মৃদু হাসে। তারপর একখানা বই খুলে পড়তে বসে। নেপথ্যে হাঁক "কুলপি বরফ...কুলপি বরফ।" রিক্সার টুং টাং শব্দ। একজন হিন্দুস্থানী সুর করে গেয়ে যায়: "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতা রাম।" সুর ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। বইখানা রেখে আর একখানা বই টেনে নেয় জিতেন। প্রবেশ করে গীতা। প্রায় আলুথালু বেশ। চোখেমুখে উত্তেজনার ভাব।]

জিতেন্দ্র। এ কি! আপনি এতো রাত্রে?

গীতা। বিস্মিত হলেন নাকি?

জিতেন্দ্র। তা একটু হয়েচি বই কি। এত রাত্রে আশ্রম ছেড়ে...

গীতা। আপনার এখানে এলাম, এইতো? আশ্রমে স্থান নেই।

জিতেন্দ্র। স্থান নেই!

গীতা। না, আমাকে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতে বলেচে।

জিতেন্দ্র। কে?

গীতা। যার বলার অধিকার আছে।

জিতেন্দ্র। খুলে বলুন না কি হয়েচে?

গীতা। খুলে বলার কিছুই নেই। আমি স্বেচ্ছায় আশ্রম ছেড়ে না গেলে আমাকে গুণ্ডা দিয়ে বার করে দেওয়া হবে, এমন কথাও আমাকে শুনতে হয়েচে।

জিতেন্দ্র। অপরাধ?

গীতা। অপরাধ? থাক, আমার অপরাধের কথা আপনি নাই বা শুনলেন।

জিতেন্দ্র। অ, বুঝেচি। কিন্তু এখন কি করবেন ঠিক করলেন?

গীতা। আপনার এখানে আজ রাত্রে আমাকে আশ্রয় দেবেন?

জিতেন্দ্র। আমার এখানে!

গীতা। আপত্তি আছে?

জিতেন্দ্র। [ইতস্তত করে] দেখুন...মানে...

গীতা। থাক, আর বলতে হবে না। সে সাহস আপনার নেই।

জিতেন্দ্র। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি বসুন।

[গীতার উপবেশন]

আমার সঙ্গে আপনি আশ্রমে চলুন। আমি ওদের বুঝিয়ে...

গীতা। না, আপনার আশ্রমে যাওয়া চলবে না। আপনাকেও ওরা অপমান করবে।

জিতেন্দ্র। বলেন কি।

গীতা। হ্যাঁ। আপনি যদি যান, আপনাকে ওরা একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে ফেলতে পারে।

জিতেন্দ্র। অ! তা হ'লে তাপসের ওখানে আপনাকে দিয়ে আসি, মিসেস দত্ত রয়েচেন···

গীতা। না, তাপসবাবুর ওখানে আমি যাবো না।

জিতেন্দ্র। তবে? মুশকিলে ফেললেন যে আমাকে!

গীতা। আপনাকে মুশকিলে ফেলেচি?

জিতেন্দ্র। বুঝতে পারছেন না আপনি!

গীতা। বুঝেছি। আপনাকে আর মুশকিলে পড়তে হবে না।

[উঠে গমনোদ্যত।]

জিতেন্দ্র। কোথায় যাবেন?

গীতা। যেখানেই যাই, তা দিয়ে আপনাব দরকার কি?

জিতেন্দ্র। দরকার নেই বললেই তো আর হলো না [গীতার হাত ধরে] বসুন।

[গীতার পুনরায় উপবেশন।]

তাপসের স্ত্রীর মুখে আমি কিছু কিছু শুনেচি। কিন্তু স্বামীজী ফিরে না আসা পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে সেখানেই থাকা উচিত ছিল না কি?

গীতা। তাই ছিলাম। কিন্তু আপনি জানেন না যে ক'দিন ধরে কি অত্যাচার আমার ওপর শুরু হয়েচে।

[দু'চোখ সজল হয়ে ওঠে। জিতেন খানিকক্ষণ মৌন থাকে।]

জিতেন্দ্র। কিন্তু স্বামীজী এলে তো আপনাকে আশ্রমেই যেতে হবে।

গীতা। না, আশ্রমে আর আমি যাবো না।

জিতেন্দ্র। যাবেন না! কেন, স্বামীজী তো আপনার প্রতি কোন অবিচার করেন নি।

গীতা। তবু সেখানে আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

জিতেন্দ্র। কেন?

গীতা। কেন?...আপনার এই কেনর জবাব আমি দিতে পারবো না, জিতেনবাবু। তবে আমি আর সেখানে যাবো না।

[উঠে জানালার ধারে দাঁড়ায়। উভয়েই খানিক্ষণ চুপ করে থাকে।]

জিতেন্দ্র। কোথায় থাকবেন?

গীতা। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] যদি বলি আপনার এখানে?

জিতেন্দ্র। তা হয় না।

গীতা। তা হয় না! কেন, কেন হয় না? কেন একথা বলচেন আপনি?

জিতেন্দ্র। আপনার চলার পথ আর আমার চলার পথ আলাদা।

গীতা। [আবেগে] আলাদা! না, না; আলাদা নয়, আলাদা নয়! এমন কথা মুখে আনবেন না আপনি। আপনার কাছ থেকে একথা শুনতে আসিনি আমি....

[অশ্রুসিক্ত লোচনে দ্রুত কক্ষান্তরে প্রস্থান। নেপথ্যে কান্নার শব্দ। জিতেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ও পরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করে। একটু বাদেই দু'বাহুতে ধরে জিতেন গীতাকে নিয়ে প্রবেশ করে ও তাকে আরাম-কেদারায় বসিয়ে দেয়। তারপর ঘরে মন্থরপদে পায়চারি করতে থাকে। ততক্ষণে গীতা একটু শান্ত হয়।]

গীতা। কি ভাবচেন? খুব অসুবিধেয় ফেলেচি, না? [জিতেন্দ্র নিরুত্তর। গীতা উঠে তার কাছে যায়।] কথা বলুন। না হলে ভালো লাগছে না আমার। [জিতেনের হাত ধরে] বলুন!

[জিতেনের উপবেশন] আপনার আপত্তি থাকে,আপনাকে আমি বিপদে ফেলবো না। শুধু আজকের রাতটার মত মানিয়ে নিতে হবে। কাল সকালেই আমি চলে যাবো। [জিতেন গীতার মুখের দিকে তাকায়] ভাবচেন, কোথায় যাবো ? যাবোই এক জায়গায়। বিধাতা যখন আমাকে স্থষ্টি করেচেন তখন আমার জন্যে একটু স্থানও তিনি নিশ্চয়ই করে রেখেচেন।

জিতেন্দ্র। সংসারে অসৎ লোকেরও তো অভাব নেই।

গীতা। তাদের হাতে পড়বো, এই তো ? সৎ লোকেরা যখন আমাকে দেখে ভয় পায়, তখন পড়লামই বা অসৎ লোকের হাতে। তাতে তো আপনার কিছু এসে যাবে না।

জিতেন্দ্র। আপনার পথ আপনি বেছে নেবেন, তাতে আমার কি বলবার থাকতে পারে।

গীতা। নিশ্চয়ই, আর আপনি বললেই বা আমি শুনবো কেন ?

জিতেন্দ্র। তা হ'লে তো মিটেই গেলো।

গীতা।গেলো বই কি !··· জানেন, কয়েকদিনের জন্যে এক মুসলমানের ঘরে আমি বিবি হয়েছিলাম ?

জিতেন্দ্র। বলেন কি !

গীতা। হঁা। দেশবিভাগের পর যে আগুন জ্বললো. একদিন আমার মা, বাবা আর দশ বছরের একটি ছোট ভাই তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আমি হতভাগিনী আমাদের বাড়ীর পেছনদিক্‌কার সুপোরি বাগানের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে ছুটে পালালাম। দল বেঁধে যারা এসেছিলো আমাদের সর্বনাশ করতে তাদের কেউ দেখতে পেলো না আমাকে। কোন হুঁশ ছিল না আমার। পাগলের মতো খালি ছুটতে লাগলাম। একটা মাঠ পেরিয়ে উঠলাম গিয়ে এক মুসলমান চাষীর বাড়িতে। তাঁকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। তিনিও আমাকে

চাচী বলে ডাকতেন। বাবার সঙ্গে খুব ভাব ছিলো তাঁর। তাঁর উঠোনে গিয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর কখন যে জ্ঞান ফিরে এলো জানিনে। সন্ধান পেয়ে একদিন দল বেঁধে অনেক লোক তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। আমাকে চায় তারা। বুড়ো বেরিয়ে এসে বললেন : আমি ওকে সাদি করেছি, তোরা নিবি কি।...বিশ্বাস করলো না তারা। শেষ পর্যন্ত আমাকে বেরিয়ে এসে সবার সামনে বলতে হলো : সত্যি আমি তাঁকে বিয়ে করেছি।... খুশি হতে পারলো না তারা, কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল বলে আর কিছু বললো না। তারপর দিন কতক বাদে মোড়ল নিজে একদিন শেষ রাত্রে স্টেশনে এসে টিকিট কেটে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন। দু'চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতে লাগলো। ভেজা গলায় আমাকে বললেন, "চাচী, দোষ নিসনি। এই ছেলের কথা যেন তোর মনে থাকে।"...মনে আমার চিরদিনই থাকবে; কিন্তু জীবনে আর তাঁকে কোনদিন দেখতে পাবো বলে মনে হয় না।

[চোখের কোন ভিজে ওঠে। আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ মোছে। খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটে।]

জিতেন্দ্র। Truth is stranger than fiction!

গীতা। মা হারালাম, বাপ হারালাম, ছোট ভাইকে হারালাম, কিন্তু সেই বৃদ্ধের স্নেহের পরশ যেন আমাকে সব ভুলিয়ে দিলো। আজ আর আমার কেউ নেই, কোন আকর্ষণই নেই আমাকে পিছু টানবার মতো। স্বামীজী আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু নাঃ, আর কোন স্নেহের বন্ধনই রাখবো না আমি।

জিতেন্দ্র। মাফ করবেন। না জেনে আপনাকে আমি আঘাত দিয়েছি।

গীতা। না, আপনার দোষ কি! আমিই নির্বোধের মতন মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করেছি। যা ভাবা উচিত নয়, তাই ভেবেছি।

জিতেন্দ্র। না না, তা কেন হবে!

গীতা। হ্যাঁ, তাই। চাইলেই তো হয় না, পাবার যোগ্যতাও তো থাকা চাই।

জিতেন্দ্র। না না, আপনি ওভাবে বলবেন না। বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

গীতা। সবই পারেন। কিন্তু আমি চাইবো কোন্ অধিকারে?

জিতেন্দ্র। মানুষের কাছে মানুষ যে অধিকারে চায়।

গীতা। কিন্তু আমার যে কিছুই নেই। আছে শুধু অন্তরের একটু ভালবাসা। না না আপনার কাছে তারই বা মূল্য কি?

জিতেন্দ্র। চুপ করুন। যা প্রিয় তা হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়, মুখে আনতে নেই। আমাকে একটু ভাবতে দিন · সময় দিন।

গীতা। সময়।

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ। যা করবার ভেবেচিন্তে করাই ভালো নয় কি? একটু শান্ত হোন আপনি। আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছি।

গীতা। না না, ঠাকুরের আরতি শেষ করতে পারিনি। আজ রাত্রে কিছুই খেতে পারবো না আমি।

জিতেন্দ্র। অ। বেশ, ওঘরে গিয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

[গীতা উঠে ধীর পদক্ষেপে দরজার কাছে যায় এবং পর্দা সরায়।]

দোর বন্ধ করে দিন।

গীতা। [মুখ ঘুরিয়ে] না খোলাই থাক।

[গীতার ভেতরে প্রস্থান। জিতেন উঠে বাইরের দিককার দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তক্তাপোশের ধারে বসে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে। তারপর টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। মঞ্চ অন্ধকার

হয়। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো খানিকটা এসে ঘরে পড়ে। দূরে একটা ঘড়ি ঢং ঢং করে বাজে। পর্দা সরিয়ে গীতা দেখতে পায় জিতেন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। গীতার চোখ কোটরে বসে গেছে। পর্দা ধরে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে জিতেনের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়; সেখান থেকে জানালার ধরে চলে যায়। আবার বিছানার কাছে আসে।]

গীতা। শোনো।

[নিদ্রিত অবস্থাতেই জিতেন পাশ ফিরে শোয়। গীতা টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালে ও টেবিলের ওপরে একটা বইএর পাতা ওল্টাতে থাকে। বইটা বন্ধ করে। আবার বিছানার ধারে যায় ও জিতেনকে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ঠেলে।]

শোনো।

জিতেন্দ্র। [চমকে উঠে] কে।

গীতা। বেশ লোক! প্রলয় ঘটে গেলেও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না!

জিতেন্দ্র। [ধড়মড়িয়ে উঠে বসে] অঃ। আপনি।

[গীতা হাত দিয়ে জিতেনের মুখ চাপা দেয়।]

গীতা। না…তুমি।

[জিতেন্দ্র সস্নেহে গীতার হাত ধরে। গীতা চোখ বোজে।]

জিতেন্দ্র। তুমি এখনও ঘুমোও নি।

গীতা। না, ঘুমুতে পারছি কৈ! সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেচি আমি। আমি আর আমাতে নেই। [আবেগ ভরে] কেন, কেন তুমি আমাকে এভাবে পাগল করে তুললে?

[জিতেনের হাতে মুখ রেখে কাঁদতে থাকে।]

জিতেন্দ্র। বোস।

[গীতা জিতেনের পাশে বসে।]

তোমার আমার এই মিলনে স্বামীজী মত দেবেন তো ?

গীতা। জিগ্যেস করিনি। তবে মনে হয় দেবেন। তোমার মা ?

জিতেন্দ্র। বলতে পারিনে।

গীতা। বলো, তুমি আমাকে গ্রহণ করবে ?

জিতেন্দ্র। 'না' বলবার আর পথ কোথায় ?

গীতা। সত্যি বাঁচালে আমাকে। বুকের বোঝা আমার হাল্কা হয়ে গেলো। এই গর্ব করেই আমি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম—তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।

জিতেন্দ্র। [মৃদু হেসে] যদি দিতাম ?

গীতা। [তীব্র আবেগে] না না, মিথ্যে হলেও অমন কথা তুমি মুখে এনো না। আজ যদি শূন্য হাতে এখান থেকে আমাকে ফিরে যেতে হতো...আমি যে কী করতাম...কী যে করতাম আমি...তা নিজেও জানিনে।

[আবার কান্না]

জিতেন্দ্র। ছেলেমানুষি করো না। যাও, এবার ঘুমোও গিয়ে।

[গীতা উঠে ভেতরে চলে যায়। জিতেন চিৎ হয়ে শুয়ে কী ভাবতে থাকে। গীতা আবার ফিরে আসে।]

কী, আবার এলে যে ?

[জিতেন উঠে বসে।]

গীতা। আরো একটা কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে এলাম।

জিতেন্দ্র। বলো।

গীতা। না, থাক।

[প্রস্থানোদ্যত। জিতেন উঠে তার কাছে যায়।]

জিতেন্দ্র। তুমি কেন এসেছিলে, আমি বলি?

[গীতা বিস্মিত হয়ে জিতেনের মুখের দিকে তাকায়।]

এসেছিলে জানতে আমাদের বিয়ে কবে হবে। কেমন, তাই না?

গীতা। [অপ্রস্তুত হয়ে] না না; তা নয়...

জিতেন্দ্র। তাতে তোমার দোষ নেই; প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। বেশ, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, কালই আমাদের ম্যারেজ রেজেস্ট্রির নোটিশ দেবো।

গীতা। রেজেস্ট্রি!

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ, আমাদের সিভিল ম্যারেজ হবে। কেন, আপত্তি আছে?

[গীতা নীরব]

কি, চুপ করে রইলে যে?

গীতা। শাস্ত্রমতে হিন্দুবিবাহ হবে না?

জিতেন্দ্র। মানে মন্ত্র পড়ে? টোপর মাথায় দিয়ে ঠাকুর-দেবতা সামনে রেখে?

গীতা। বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে তো তাই করা উচিত।

জিতেন্দ্র। আমি মানিনে।

গীতা। তুমি মান না!

জিতেন্দ্র। না। একমাত্র মনের পবিত্রতাই সত্য। আর যা করা হয় তা সংস্কার।

গীতা। সংস্কার! নারায়ণ সাক্ষী রেখে বিয়ের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করা সংস্কার?

জিতেন্দ্র। হ্যাঁ, সংস্কার।

গীতা। তা হ'লে ঠাকুরদেবতা তুমি কিছুই মানো না?

জিতেন্দ্র। না।

গীতা। ভগবান আছেন একথাও তুমি বিশ্বাস করো না?

জিতেন্দ্র। না।

গীতা। মন্দিরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে যে তোমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে দেখেছি?

জিতেন্দ্র। সে মাকে সন্তুষ্ট কবার জন্যে।

গীতা। আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তা তুমি করতে পারো না?

জিতেন্দ্র। না।

গীতা। না!

জিতেন্দ্র। তোমাকে পেতে চাই আমি সত্যেব পথে। সেখানে মিথ্যাচার কবতে যাবো কেন?

গীতা। মিথ্যাচাব!

জিতেন্দ্র। যাতে আমাব বিশ্বাস নেই তা করতে যাওয়া মিথ্যাচার নয়?

গীতা। কিন্তু আমি তো বিশ্বাস কবি।

জিতেন্দ্র। তোমাব বিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনে এবং কববোও না।

গীতা। ধর্মে বিশ্বাস নেই, ভগবানে বিশ্বাস নেই, এসমস্ত কথা আমাকে আগে খুলে বলোনি কেন?

জিতেন্দ্র। বলেচি, তবে তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি।

গীতা। না না, কিচ্ছু বলোনি, কিচ্ছু বলোনি, পরিষ্কার করে কোন কথাই বলোনি তুমি আমাকে। ভাবতাম ধর্মেব গোঁড়ামিকেই তুমি ঘৃণা করো; কিন্তু এখন দেখচি ভগবানেও বিশ্বাস নেই তোমার! উঃ! না জেনে কি ভুলই করেচি আমি। না না, আমি যাই, আমি যাই...ঠাকুরের আরতি ফেলে উন্মাদের মতো চলে এসেচি এখানে...মহাপাপ করেচি আমি...মহাপাপ...

[দরজা খুলে পাগলের মতো ছুটে পালায়। জিতেন এগিয়ে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়। তক্তাপোশের ওপর খানিক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। মঞ্চ একেবারে অন্ধকার হয়। তারপর ধীরে ধীরে আলো জ্বলে। জানালা দিয়ে ভোরের আলো দেখা দেয়। জিতেন টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে টুথ ব্রাশে খানিকটা পেস্ট নেয় ও পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যায়।]

[নেপথ্যে প্রভাত কীর্তন]

ওঠ ওঠ নন্দদুলাল,
কত নিদ্রা যাও।
ননী হাতে মা যশোদা,
আঁখি মেলি চাও।
গোপাল ওঠ ওঠ রে।

[সুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়]

কাগজের হকার। [নেপথ্যে] কাগজ।

[জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর একটা খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে যায়। জিতেন পুনঃ প্রবেশ করে। ব্রাশটা টেবিলের ওপর রেখে তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মোছে ও খবরের কাগজ নিয়ে আরাম কেদারায় বসে পড়তে থাকে। ডিম সেদ্ধ, টোস্ট ও চা নিয়ে এক ছোকরা প্রবেশ করে। টিপয়ের ওপর খাবারটা রেখে সে কেট্‌লী থেকে কাপে চা ঢালতে আরম্ভ করে। জিতেন একখণ্ড টোস্ট হাতে নেয়।]

জিতেন। কি? টোস্টে বুঝি মাখন দিতে ভুলেই গেছিস।

ছোকরা। না বাবু, দিয়েছি তো।

জিতেন্দ্র। হুঁ, যা দিয়েছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি [ডিম মুখে দিয়ে] অ্যাঁ! ডিমটারও কি রকম গন্ধ! কতদিনের বাসী ডিম দিয়েছিস?

ছোকরা। না বাবু, টাট কা ডিম। কাল বিকেলে দিয়ে গেছে। আমাদের কি কিছু পড়ে থাকে, বাবু।

জিতেন্দ্র। না, তোমাদের এমন রেষ্টুরেণ্ট যে লোকে একেবারে লুফে নেয়। [চায়ের কাপে মুখ দিয়ে।] উঃ! চা, না পাচন? দোকানদার খুব লাভ করতে আরম্ভ করেচে দেখছি!

ছোকরা। রোজ আপনাকে যে চা দেওয়া হয় তাই তো দেওয়া হয়েছে,বাবু। ইস্পেশাল কোয়ালিটি।

জিতেন্দ্র। [তিরিক্ষি মেজাজে] যাঃ যাঃ! তোদের দোকান থেকে আমি আর কিচ্ছু খাবো না। ইস্পেশাল কোয়ালিটি!

[ছোকরা বিস্মিত হয়ে কেট্‌লী নিয়ে চলে যায়। বাইরের আলো উজ্জলতর হয়। এক ঝলক রোদ এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। খানিকটা টোস্ট ও ডিম প্লেটে পড়ে থাকে। চা পান করে আবার খবরের কাগজটা হাতে নেয়। একটু দেখেই বিরক্তির সঙ্গে সেটা তক্তাপোশের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যুথিকার প্রবেশ।]

যূথিকা। গীতাকে কী বলেচেন প্রফেসর গাঙ্গুলী?

জিতেন্দ্র। [রুক্ষ মেজাজে] কিছু বলিনি তো।

যূথিকা। কিছু বলেননি! কিন্তু সে তো গিয়ে আমার কাছে ভীষণ ভাবে কান্নাকাটি করলো। ঘুম থেকে না উঠতেই গিয়ে হাজির।

জিতেন্দ্র। তবে তো শুনেচেন সবই।

[যুথিকা একটা চেয়ার টেনে বসে।]

যূথিকা। সব কথা কি আর বলতে পেরেচে! আকারে ইংগিতে যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হলো, আপনার কাছ থেকে সে একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েচে।

জিতেন্দ্র। কি করবো আমি! কোন উপায় ছিলো না।

যূথিকা। আপনারা বড় নিষ্ঠুর। মানুষের মন বোঝেন না।

জিতেন্দ্র। মন নিয়ে তো কোনদিন কারবার করিনি, কি করে বুঝবো!

যূথিকা। ছিঃ! আপনার মুখে এসমস্ত কথা শোভা পায় না। তাপস বললে না হয় বুঝতাম...

জিতেন্দ্র। কাল রাত্রে আমার এখানে এসে আমাকে ওভাবে বিব্রত করার কি দরকার ছিলো তার?

যূথিকা। যে-হেতু আপনার ওপর তার অনেকখানি ভরসা। আপনাকে বিব্রত করা তার উদ্দেশ্য ছিলো না? গীতা সে প্রকৃতির মেয়েই নয়। আমি তাকে জানি।

জিতেন্দ্র। যাকগে, যার ইতি হয়ে গেছে তা নিয়ে আর টানা-হেঁচড়া না করাই ভালো।

যূথিকা। সত্যি কি ইতি হয়ে গেছে? বুকে হাত দিয়ে জোর করে আপনি একথা বলতে পারেন?

জিতেন্দ্র। আপনি কি আমাকে এতই দুর্বল মনে করেন নাকি?

যূথিকা। না না, আপনারা বীরপুরুষ—আপনাদের কি কোন দুর্বলতা থাকতে পারে? মেয়েরা বোকা, তাই নাকানিচোবানি খেয়ে মরে। আসুন না মাসীমা। দেখা যাবে তখন আপনার এই বড়াই থাকে কোথায়?

জিতেন্দ্র। তাই নাকি?

যূথিকা। যাক সে কথা। মেয়েটার এখন কি গতি হবে বলুন তো?

জিতেন্দ্র। অ-গতিরই বা হলো কি?

যূথিকা। বাঃ। চমৎকার লোক আপনি। গীতা যে কাল সারা রাত এখানে ছিলো, একথা কি কারো জানতে বাকী থাকবে?

জিতেন্দ্র। সে আশ্রয় চেয়েছিলো, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

যূথিকা। লোকে তো আর সে কথা বুঝবে না বা বুঝতে চাইবেও না। তারা কুৎসা রটাবে। অনেক করে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমি তাকে আশ্রমে রেখে এসেচি, কিন্তু সেখানেই কি আর সে শান্তি পাবে?

জিতেন্দ্র। কি করবো? আমি নিরুপায়।

যূথিকা। একটা মেয়ের জীবন আপনি নষ্ট করে দেবেন?

জিতেন্দ্র। আমাকে পেলেও সে সুখী হতে পারবে না।

যূথিকা। কেন?

জিতেন্দ্র। তার ধর্মবিশ্বাসই তাকে বাধা দেবে। আমাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার মতো মনের অবস্থা তার নেই।

যূথিকা। আমি বিশ্বাস করিনে। মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। আপনি ধর্ম মানেন না, ভাগবানে বিশ্বাস করেন না, কাল রাতেই ও সমস্ত কথা তাকে অতো খোলাখুলি ভাবে না বললে চলতো না?

জিতেন্দ্র। যা সত্য তাই বলেচি।

যূথিকা। গীতার ভালোবাসাটা কি মিথ্যে? [জিতেন নিরুত্তর] কি, চুপ করে রইলেন যে? মানুষের মনকে ফরমুলায় ফেলে বিচার করবেন কেন? সময় বিশেষে হাতুড়ীর ঘা-ও সহ্য হয়, আবার এক সময় একটা পিনের খোঁচাও সইতে পারা যায় না।

জিতেন্দ্র। দেখুন, এ সমস্ত ব্যাপারে গোঁজামিল দিয়ে চলার পক্ষপাতী আমি নই। তাছাড়া এটা আমার নিতান্তই personal affair.

যূথিকা। আপনি আবার তাপসের নিন্দে করেন। তার চেয়ে আপনি দেখচি ঢের বেশি obstinate……

[বাইরে গাড়ী থামার শব্দ। দু'জনে উৎকর্ণ হয়। প্রবেশ করেন হেমাঙ্গিনী ও স্বামীজী।]

হেমাঙ্গিনী। জিতু, গাড়ী থেকে আমার বিছানা আর সুটকেসটা নিয়ে আয়তো বাবা।

[জিতেনের প্রস্থান]

কী, বলো তো মা, ব্যাপার কী ?

যূথিকা। বলচি। [স্বামীজীকে] আপনি একটু বসুন, স্বামীজী। আসুন ওঘরে যাই।

[স্বামীজীর উপবেশন। যূথিকা ও হেমাঙ্গিনীর কক্ষান্তরে প্রস্থান। জিতেন সুটকেস ও বিছানা নিয়ে এসে তক্তাপোশের ওপর রেখে দেয়।]

তেজসানন্দ। কি ব্যাপার, জিতেনবাবু ? পরশু যূথিকা মা'র এক জরুরী তার। সব জায়গায় আর যাওয়া হলো না, চলে আসতে হলো তাড়াতাড়ি। কী হয়েচে ? আপনি কিছু জানেন ?

জিতেন্দ্র। মিসেস্ দত্তের কাছে শুনবেন।

[দু'জনেই গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে যূথিকা পুনঃ প্রবেশ করে।]

যূথিকা। চলুন স্বামীজী, আপনার সঙ্গে আমিও আশ্রমে যাবো।

[যূথিকা ও স্বামীজীর প্রস্থান। হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।]

হেমাঙ্গিনী। গীতার সঙ্গে তোর কী হয়েচে রে, জিতু ?

জিতেন্দ্র। কৈ মা, কিছুই তো হয়নি !

হেমাঙ্গিনী। হয়নি ? আমার কাছে তুই গোপন কচ্ছিস ! তোর যে কী হয়েচে ! একটা অনাথা মেয়ে…তাকে ওভাবে কাঁদাতে আছে !

জিতেন্দ্র। থাক মা, ও সমস্ত কথা থাক।

হেমাঙ্গিনী। কেন থাকবে? তার দোষ? রূপে গুণে অমন মেয়ে ক'টা হয়? আর স্বামীজীর মুখে শুনেচি বংশও ভালো। কুলীন বামুনের মেয়ে...

জিতেন্দ্র। তাও জেনেছ তুমি!

হেমাঙ্গিনী। জানবো না? জাতকাঠ কিনা জানবো না?

জিতেন্দ্র। হাসালে মা। জাতকুলের বিচার যে আমার নেই তা তুমি জানো।

হেমাঙ্গিনী। তবে আপত্তিটা কিসে?

জিতেন্দ্র। সে তোমার জেনে কাজ নেই।

হেমাঙ্গিনী। নেই বললেই হলো। আমি শুনিনি কিছু? যুথিকা আমাকে যা বললে সে তো তোর পাগলামী।

জিতেন্দ্র। না, সে আমার বিশ্বাস, জীবনের নীতি।

হেমাঙ্গিনী। নীতি! মানুষের হৃদয়, মন—তার চেয়ে নীতি বড় হলো!

জিতেন্দ্র। তাই তো হওয়া উচিত, মা।

হেমাঙ্গিনী। থাক, আমাকে আর তত্ত্বকথা শোনাতে হবে না। তোর মুখেই না কতদিন শুনেছি—এদেশের মেয়েদের চোখের জল যে কবে ঘুচবে, মা?—এই বুঝি তার নমুনা? একটা মেয়ের চোখের জল যদি না ঘোচাতে পারিস, হাজার হাজার মেয়ের চোখের জল ঘোচাবি কি করে রে হতভাগা?

জিতেন্দ্র। আমাকে ভুল বুঝবেনা, মা।

হেমাঙ্গিনী। না, তোকে আমি একটুও ভুল বুঝিনি। মুখে বললেই হলো—আমি ঠাকুরদেবতা মানিনে, মন্ত্র মানিনে, ভগবানকে স্বীকার করিনে।—তুই হিঁদুর ঘরে জন্মাসনি?

জিতেন্দ্র। এসব নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে, মা।

হেমাঙ্গিনী। না, তোকে তর্ক করতেও হবে না! তুই অস্বীকার করলি আর অমনি সৃষ্টিকর্তা মিথ্যে হয়ে গেলেন! রাতদিন হচ্ছে না, চন্দ্রসূর্যও উঠছে না! যা করেছিস করেছিস, এখন আমার কথা শোন্।

জিতেন্দ্র। অন্যায় আবদার করো না মা। আমি রাখতে পারবো না।

হেমাঙ্গিনী। অন্যায় আবদার! আমি তোর মা না? দশমাস দশ-দিন আমি তোকে পেটে ধরিনি?

জিতেন্দ্র। তুমি মা। তোমার সম্মান আমাকে দিতেই হবে। কিন্তু এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে তুমি খামোকা পেড়াপেড়ি করো না।

হেমাঙ্গিনী। কি, বিয়েটা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার! এমন কথাও তুই বলতে পারলি খোকা! তোর বিয়ের ব্যাপারে আমার কোন কথা বলবার অধিকার নেই? ইস্-ইস্-ইস্। এজন্যেই এতো কষ্ট করে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম রে আমি?

[অভিমানে কেঁদে ফেলেন]

জিতেন্দ্র। মা, দোহাই তোমার! আমাকে ভুল বুঝ না।

হেমাঙ্গিনী। না না, ঠিকই বুঝেছি রে আমি, ঠিকই বুঝেছি। আমাকে তুই কোথাও পাঠিয়ে দে। তোর মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

[কান্নায় আকুল]

জিতেন্দ্র। মা?

হেমাঙ্গিনী। না না, এখানে আমি আর থাকবো না, এখানে থাকবো

না আমি আর...দূরে চলে যাওয়াই আমার ভালো। আমাকে তুই কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দে...

[অশ্রুসিক্ত লোচনে হেমাঙ্গিনী ভেতরে চলে যান। জিতেন মাকে অনুসরণ করে।]

মঞ্চ অন্ধকার হবে ও পর্দা পড়বে

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্বামী তেজসানন্দের ঘর। সন্ধ্যার পর রায় বাহাদুর ও অঘোরানন্দ চুপ করে বসে আছে। স্বামীজী চিন্তাকুল-ভাবে পায়চারি কচ্ছেন।]

তেজসানন্দ। আশ্রম তুলে দেওয়াই ভালো।

রায় বাহাদুর। তুলে দেবেন।

[অঘোর বিস্মিত হয়ে তাকায়]

তেজসানন্দ। যে প্রতিষ্ঠানে এতো গলদ, এতো নোংরামি তা রাখার কোন মানে হয় না। শুধু পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া।

রায় বাহাদুর। একজনের অপরাধে…

তেজসানন্দ। একজনের অপরাধে ?

রায় বাহাদুর। তা নয় তো কি, স্বামীজী। গীতার জন্যে সমস্ত আশ্রমের আবহাওয়া দূষিত হয়ে উঠেচে।

তেজসানন্দ। গীতার জন্যে ? একা পেয়ে তাকে যত ভাবে পেরেছেন নির্যাতন করেচেন আপনারা।

রায় বাহাদুর। [চোখ কপালে তুলে] নির্যাতন !

তেজসানন্দ। গুণ্ডার ভয় পর্যন্ত দেখানো হয়েচে তাকে। শুধু তাই নয়। প্রয়োজন হলে কোনো আপ-কাণ্ট্রির লোকের সঙ্গে তাকে…

রায় বাহাদুর। আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি এ সমস্ত বানানো কথা শুনে বিচলিত হন…

তেজসানন্দ। বানানো কথা ! কি অঘোর, তোমাকে মিসেস এলিজা যে-চিঠিখানা লিখেছিলেন তাও কি মিথ্যে ?

[অঘোর নিরুত্তর]

রায় বাহাদুর। তা গীতাও তো কাজটা ভালো করেনি। অঘোর যদি রাগের মাথায় কিছু বলেই থাকে, তা বলে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে অপরের বাড়িতে রাত কাটাবে, আর কিনা যে বাড়িতে একটি যুবক ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণীটি পর্যন্ত ছিল না!

তেজসানন্দ। আশ্রমে থাকতে সে ভরসা পায়নি।

রায় বাহাদুর। তা হ'লে যার বাড়িতে গিয়ে সে রাত্রি যাপন করেচে তার ওপরে তার ভরসা ছিলো?

তেজসানন্দ। নিশ্চয়ই ছিলো; না হ'লে যাবে কেন?

রায় বাহাদুর। তাই বলুন। আমার বাড়ি ছিলো, অধ্যাপিকা যূথিকা দত্তের বাড়ি ছিলো...তা নয়, সোজা প্রফেসর জিতেন গাঙ্গুলীর বাড়ি! আপনিই কার্যকারণটা ভেবে দেখুন।

অঘোর। তা নিয়েই তো আমার সঙ্গে বাধলো। নিষেধ করতাম বলে আমার ওপর খাপ্পা।

তেজসানন্দ। আর তার ওপর তোমার রাগের কারণটা যদি বলি? [অঘোর মাথা হেঁট করে] কি, মাথা হেঁট করলে কেন? ছি ছি ছি! গৃহী হবার বাসনা হয়েচে, যাও, সে পথ তো খোলাই রয়েচে। গেরুয়ার আড়ালে কেন?

[অঘোর গমনোদ্যত হয়। রায় বাহাদুর তাকে ধরে বসান।]

রায় বাহাদুর। আপনি একতরফা শুনে যদি বিচার করেন···

তেজসানন্দ। না না, রায় বাহাদুর, আপনি যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না। অঘোরের আচরণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েচি।

অঘোর। বেশ, আমি অপরাধ করে থাকি আমাকে শাস্তি দিন।

তেজসানন্দ। শাস্তি ? তুমি শাস্তি পাবে কেন। শাস্তি পাওয়া উচিত আমারই। শিব গড়তে আমি বাঁদর গড়েচি।

[বহির্গমন]

রায় বাহাদুর। স্বামীজী কোথায় গেলেন ?

অঘোর। বোধ হয় যূথিকা দত্তের ওখানে।

রায় বাহাদুর। গীতা বুঝি সেখানেই গেছে ?

অঘোর। হ্যাঁ।

রায় বাহাদুর। একটা নাস্তিকের পাল্লায় পড়ে স্বামীজীরও মতিভ্রম হলো দেখচি।

অঘোর। আমাদের সকলের মাথা হেঁট করবার জন্যই যে প্রফেসর গাঙ্গুলী গীতাকে হাত করেচে, স্বামীজীর মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকচেনা।

রায় বাহাদুর। তাই, তাই অঘোর। এটা একটা বড় রকমের চাল চেলেছে। সে প্রমাণ করে দিলে যে অধ্যাত্ম জীবনটা কিছুই নয়, একটা ভড়ং মাত্র।

অঘোর। নানা কথার ছলে গীতাকে বশ ক'রে যখন দেখলো যে তার কাজটা হাসিল হয়ে গেছে, তখনই সে তার আসল রূপ ধরেচে। এখন গীতাকে দিয়ে তার আর প্রয়োজন কি !

রায় বাহাদুর। তা হ'লে তুমি বলতে চাও, এটা ষড়যন্ত্র করেই করা হয়েচে ?

অঘোর। নিশ্চয়ই। তাতে সন্দেহ আছে নাকি ? দেখছেন না কেমন বড়ের চালে কিস্তিমাৎ। স্বামীজী আশ্রম তুলে দেবার কথা পর্যন্ত ভাবচেন।

রায় বাহাদুর। তাইতো ! ভাবনার কথা, অঘোর।

অঘোর। তুলে দেবেন বললেই হলো আর কি! আশ্রম তো তাঁর একার নয়।

রায় বাহাদুর। কি করবে তুমি?

অঘোর। বাধা দেবো। আশ্রম আমাদেরও। তিনি না থাকেন না থাকবেন; আশ্রম আমরাই চালাবো।

রায় বাহাদুর। তা কি হয়, অঘোর।

অঘোর। আপনাদের সহানুভূতি থাকলে কেন হবে না! তাছাড়া মিসেস এলিজা যখন রয়েচেন আমাদের দিকে।

রায় বাহাদুর। সবই বুঝলাম, অঘোর। কিন্তু একথা তো ঠিক, স্বামীজীর ওপর মেয়েদের যতটা আস্থা রয়েচে আমাদের ওপর ততটা নেই।

অঘোর। তারা অসহায়, যাবে কোথায়? বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, এখানে থাকতে হলে আমরা যা বলবো তাই তাদের শুনতে হবে।

রায় বাহাদুর। তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, অঘোর।

অঘোর। দরকার হলে স্বামীজীকে এখান থেকে বিতাড়িত করবো। তারপর আশ্রম আমরাই চালাবো।

রায় বাহাদুর। [চোখ কপালে তুলে] অতখানি যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

অঘোর। না, যেতেই হবে। আশ্রম তুলে দেওয়া মানে আমাদের পরাজয়। শত্রুপক্ষ তাতে হাসবে। না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। গীতাকেও আমি চিরদিনের মতো এখান থেকে সরিয়ে দেবো। এমন জায়গায় তাকে পাঠাবো যে, জিতেন গাঙ্গুলী আর স্বামী তেজসানন্দকে জীবনে চর্মচক্ষে আর কখনো দেখতে হবে না।

[হঠাৎ তেজসানন্দের প্রবেশ]

তেজসানন্দ। এই তো তোমার উপযুক্ত কথা, অঘোর। [অঘোর ও রায় বাহাদুর উভয়েই অপ্রস্তুত হয়] সহস্র ফণা বিস্তার করে তীব্র হলাহল ঢালবার চেষ্টায় আছ। কিন্তু নিজের বিষে নিজেই যে জর্জরিত হবে। [একটা হ্যাণ্ডবিল দেখিয়ে] মেয়েদের ওখানে এগুলি ছড়িয়েচে কে ? আমার বিরুদ্ধে তাদের তুমি বিদ্রোহী করে তুলতে চাও ?

অঘোর। আমি এসম্বন্ধে কিছুই জানিনে।

তেজসানন্দ। না, জানবার কথাও নয়। একটু আগেই তোমার মুখ থেকে যেকথা বেরিয়েছে তার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। কিন্তু অঘোর, তুমি চোখ বুজে না জানবার ভান করলেও সবাই চোখ বুজে নেই। তোমারই কাছ থেকে যে শিবানী এগুলো পেয়েছে, আশ্রমের মেয়েরা সকলেই তা জানে। [রায় বাহাদুর একটু চমকে ওঠে] সন্ন্যাসীর বেশে আর গেরুয়ার অসম্মান করো না। যাও, এবার গিয়ে গৃহী হও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীও আছে। খুঁজলে চাকরিও হয়তো একটা মিলে যাবে। জীবনের কোন সাধই যেন অপূর্ণ না থাকে।

[রাগতভাবে অঘোরের প্রস্থান।]

রায় বাহাদুর। স্বামীজী, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে…

তেজসানন্দ। অনুমান ! প্রমাণ চান আপনি ?

রায় বাহাদুর। না না, আমি সে কথা বলছিনে। তবে একটা কথা কি—এ সমস্ত তো জিতেন গাঙ্গুলীর চক্রান্তও হতে পারে। ওদের তো দলবল কম নয়। একটা religious institution-কে vilify করতে পারলেই ওদের আনন্দ।

তেজসানন্দ। আপনি তাঁকে চেনেন না, তাই তাঁর সম্বন্ধে এসমস্ত কথা বলতে পারছেন।

রায় বাহাদুর। চেনা তো একটু শক্তই। কিন্তু এ তো আপনি জানেন যে সে একটা ঘোর নাস্তিক।

তেজসানন্দ। নাস্তিক? হ্যাঁ, নাস্তিক। তবু আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। সে মানুষ। অঘোরের মতো আস্তিক না হয়ে নাস্তিক হওয়া বোধ হয় অনেক ভালো, রায় বাহাদুর।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান। রায় বাহাদুর হতাশ হয়ে চলে যান। সুর করে গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে স্বামীজীর পুনঃ প্রবেশ।]

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

[চক্রধারীর পটের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন। মিসেস এলিজা ও রায় বাহাদুরের প্রবেশ।]

এলিজা। নমস্তে, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। [ফিরে] ও। বসুন।

[এলিজার উপবেশন।]

রায় বাহাদুর। আমি তবে আসি, মিসেস এলিজা। রাত হয়ে যাচ্ছে।

এলিজা। না না, আপনিও বসুন, রায় বাহাদুর। [হাতঘড়ি দেখে] It's only half past eight.

রায় বাহাদুর। [বসতে বসতে] ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চলতে হয় আমাকে। একটু এদিক ওদিক হলে উনি আবার রাগ করেন।

এলিজা। No no, I would not take much time. Just a minute or two. স্বামীজী, আপনি বসুন। [স্বামীজীর উপবেশন] আমি রায় বাহাডুরের মুখে সব শুনিয়াছি। আপনি আশ্রম টুলিয়া ডিবেন কেন?

তেজসানন্দ। মানুষের সেবার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সেই প্রতিষ্ঠানের মোহ অনেককে পেয়ে বসেছে। তাই আশ্রম তুলে দেবো ঠিক করেছি।

এলিজা। যদি টাহাই হইয়া ঠাকে, try to rectify it.

তেজসানন্দ। তার বাইরে চলে গেছে।

রায় বাহাদুর। কিন্তু এতগুলি মেয়ের কি গতি হবে?

তেজসানন্দ। সে ভাবনা আপনাদের করতে হবে না, রায় বাহাদুর। তাদের আমি সুব্যবস্থাই করবো।

এলিজা। ইহা টো আপনার moral defeat, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। না, আমার moral victory. ভগবান যে আমাকে অন্ধ না করে সমস্ত দেখবার মতো দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

এলিজা। I can't understand one thing, Swamiji. গীটাকে আপনি এটো করে spiritual education ডিলেন। আপনার সমস্ত শিক্ষা ভুলে গিয়ে সে একটা materialist এর কাছে আট্টসমর্পণ করলো!

তেজসানন্দ। না, আত্মসমর্পণ সে করেনি। তার ধর্মবিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তিই তাকে জিতেনবাবুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে।

রায় বাহাদুর। সেই তরুণ প্রফেসরটি তো গীতাকে বিয়ে করতে চান না।

তেজসানন্দ। আপনি ভুল শুনেচেন। বিয়ে সে করতে চায়, তবে বিবাহপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ।...

রায় বাহাদুর। সে কথাটা আগে খুলে বললেই হতো। একরাত নিজের কাছে রেখে···

তেজসানন্দ। [গম্ভীর কণ্ঠে] রায় বাহাদুর, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

রায় বাহাদুর। আমারও নেই। দীর্ঘকাল জজিয়তি করেচি স্বামীজী। এসমস্ত ব্যাপার আমার নখদর্পণে। আমার স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, বুঝলেন মিসেস এলিজা...

[এলিজা হাতের ইশারায় থামতে বলে। রায় বাহাদুর চুপ করেন।]

এলিজা। আমি অনেক hope নিয়ে আপনার এই আশ্রমের সঙ্গে connected হয়েছিলাম, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। জানি, আশ্রমের অনেক খবরই সাগর পার হয়ে অন্য দেশে পৌঁচেছে।

এলিজা। What do you mean to say, Swamiji ? আমি ঠিক বুঝতে পারছে না, আপনি কি বলটে চান ?

তেজসানন্দ। বিদেশ থেকে যারা আমাদের দেশে আসে তাদের আমরা অতিথি বলেই ভাবি এবং সেভাবেই সম্মান দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই সম্মানের মূল্য সবাই দিতে জানে না এবং আপনিও দেননি।

এলিজা Oh my God ! Where do I stand ! Am I a spy ?

তেজসানন্দ। আপনি কী আপনিই জানেন। তবে একথা আমার কানে এসেছে যে; আপনি শুধু আশ্রমের ভেতরকার কথাই নয়, এদেশের আরো এমন অনেক খবর পাঠান যা নিতান্তই আমাদের ঘরোয়া

বিষয়। But Mrs. Eliza, mind that India is India and America is America.

এলিজা। Have you any evidence in your hand? প্রমাণ আছে?

তেজসানন্দ। প্রমাণ? [বালিশের তলায় কি খোঁজেন] Oh! That letter is missing.

এলিজা। [চমকে উঠে] Which letter, Swamiji?

তেজসানন্দ। [সামান্য উত্তেজিত হয়ে] Your letter Mrs. Eliza; your letter. Strange! Strange! "There is something wrong in the state of Denmark."

এলিজা। স্বামীজী,...

তেজসানন্দ। No no. Don't, please don't. I could not conceive even that a foreign agent might have come under the veil of our religion!

এলিজা। [কান্নার ভঙ্গীতে] What! It's a downright lie••• yes, a lie. And it's quite unbecoming of you. What a hell! Oh my God! A false allegation against me...a false allegation!

[যূথিকা, তাপস ও গীতার প্রবেশ। এলিজার ভাব দেখে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। এলিজা ও রায় বাহাদুরের প্রস্থান।]

যূথিকা। কি হয়েচে! মিসেস এলিজা ওরকম কচ্ছিলেন কেন স্বামীজী?

তেজসানন্দ। এ এক রঙ্গমঞ্চ। কত রকম অভিনয়ই যে আমাকে দেখতে হচ্ছে, যূথিকা।

তাপস। রঙ্গমঞ্চই বটে। আর আপনিই তার প্রধান নট।

যূথিকা। [বিরক্ত হয়ে] তাপস!

তাপস। তুমি বিরক্ত হতে পারো; কিন্তু আমি জানি আশ্রমগুলি হচ্ছে দুর্নীতির এক একটা ঘাঁটি। ধর্মটা মুখোস মাত্র। এখানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেচে তার দায়িত্ব উনি অস্বীকার করতে পারেন?

তেজসানন্দ। না তাপসবাবু, আমি অস্বীকার করবো কেন?

তাপস। আপনি জেনেশুনেই এ সমস্ততে প্রশ্রয় দিয়েচেন।

তেজসানন্দ। আপনার যদি সেরকম ধারনা হয়ে থাকে, তবে তাই।

তাপস। আপনি কিছুই জানতেন না, একথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

তেজসানন্দ। [হেসে] আকাশে এক টুক্‌রো মেঘ দেখেছিলাম বটে, ভেবেছিলাম মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তা যে কালবোশেখীর ঝড় নিয়ে আসবে, বুঝতে পারিনি।

তাপস। যদি বলি আপানার ওই নির্লিপ্ত হাসিটাও একটা ছল?

যূথিকা। [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] তাপস, don't go too far.

তেজসানন্দ। না মা, তাপসবাবু বলতে পারেন। সমস্ত দায়িত্বই আমার এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করতে হবে।

তাপস। রেখে দিন রেখে দিন, ভণ্ড খৃষ্টানরাও গির্জেয় গিয়ে ওরকম confession করে থাকে। বেরিয়ে এসেই আবার দুষ্কর্ম করতে তাদের একটুও আটকায় না।

তেজসানন্দ। অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর মূল্য, তাপসবাবু।

তাপস। কিন্তু প্যাঁচারা দিনের বেলা চোখ বুজেই থাকে।

যূথিকা। তাপস।

তাপস। না না, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনে যে, ওনার সায় না থাকলে…

যূথিকা। [বাঁধা দিয়ে] বেশ, তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো। এখন বাড়ি যাও তো।

তাপস। [ভ্রূভঙ্গিমা করে] অ!

[তাপসের প্রস্থান]

তেজসানন্দ। তাপসবাবুর দোষ কি না! সত্যি তো, ধর্মের নামে ভেক নিয়ে মানুষ তো কত কিছুই করছে! যাক সে সমস্ত কথা। গীতা, আমাকে বলো তো কী হলে তুমি সুখী হও?

গীতা। [ম্লান হাসি] আমি সুখীই, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। মনের ভাব গোপন করো না। নিঃসংকোচে বলো, কী তুমি চাও?

গীতা। আমি কিছুই চাইনে, স্বামীজী। শুধু আপনার স্নেহ আর ঠাকুরের দয়াই আমার যথেষ্ট।

তেজসানন্দ। আর কোনো বাসনাই নেই তোমার?

গীতা। না।

যূথিকা। এতো তোমার মনের কথা নয়, গীতা।

গীতা। [রুদ্ধ আবেগে] হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আমার মনের কথা। ভুল করেছি, ভুল করেছি আমি...না না আমি তাঁকে চাইনে, চাইনে আমি তাঁকে...

[দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রস্থান]

যূথিকা। বুঝলেন তো স্বামীজী! ওর হৃদয় জুড়ে আছেন জিতেনবাবু। না পারছে তাঁকে ঠেলে ফেলতে, না পারছে তাঁকে গ্রহণ করতে।

তেজসানন্দ। সবই বুঝলাম, মা। কিন্তু এ যে বড় কঠিন সমস্যা। এর সমাধান আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি জিতেনবাবুকে আর একবার বুঝিয়ে বলো।

যূথিকা। তাঁকে বোঝাবার জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, স্বামীজী, কিন্তু তাঁর principle থেকে তিনি এক চুলও সরে যেতে রাজী নন।

তেজসানন্দ। নীতির কথাই যদি বলো, তবে সেটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিলো। গীতার সম্বন্ধে তারও দুর্বলতা না ছিল এমন নয়। এক হাতে কখনো তালি বাজেনা।

যূথিকা। নিশ্চয়ই ছিলো। কার মন যে কখন কোথায় বাঁধা পড়বে কেউ কি তা বলতে পারে ?

তেজসানন্দ। তবে এখন তার এই কঠোরতা কেন ?

যূথিকা। যাদের কোন principle নেই তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যাদের আছে তারা কি চট করে বিসর্জন দিতে পারে, স্বামীজী ?

তেজসানন্দ। গীতা তার ধর্মবিশ্বাসকে বিসর্জন দেবে, এও তো তার আশা করা উচিত নয়।

যূথিকা। না, তা তিনি করেনও না। তিনিও কম সমস্যায় পড়েননি। মায়ের সঙ্গেও তাঁর এ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে।

তেজসানন্দ। উভয় সংকট। দু'জনের মত ও পথ আলাদা; অথচ তাদের মনের মিল কি করে সম্ভব হলো, এ আমি বুঝে উঠতে পারছিনে, যূথিকা!

[হেমাঙ্গিনী ও জিতেনের প্রবেশ।]

যূথিকা। আরেঃ। মাসীমা এসেছেন!

তেজসানন্দ। বসুন জিতেনবাবু।

জিতেন্দ্র। না বসবো না। কাজ আছে, আমাকে যেতে হবে।

যূথিকা। গীতার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন না ?

জিতেন্দ্র। [হাসি] না।

হেমাঙ্গিনী। না না, ও চলে যাক। জিতেন, তুই যা, যুথিকা আমাকে দিয়ে আসবে।

[জিতেনের প্রস্থান]

গীতা কৈ ?

যুথিকা। ভেতরে। আপনি বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

[যুথিকার ভেতরে প্রস্থান]

হেমাঙ্গিনী। কী অশান্তিতেই যে পড়েছি, স্বামীজী, তা আর বলবার নয়। গীতাকে বিয়ে করবে না, তাও বলে না। আবার নিজের গোঁটিও ছাড়বে না। আর বলেন কেন! ওর বাপও ছিল ঠিক এমনি। একবার যদি 'না' করতো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টে গেলেও তাকে দিয়ে আর 'হাঁ' করানো যেতো না। [গীতাকে নিয়ে যুথিকার প্রবেশ।] এই যে মা [মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে] আমার একটা কথা রাখবি বল ? [গীতা নিঃশব্দে মাথা নীচু করে থাকে।] নারীর পতিই পরম দেবতা, তার চেয়ে বড় দেবতা কে আছে রে! ভগবান কি রূপ ধরে আসেন ? মানুষের মধ্যেই তিনি রয়েচেন। তোর মধ্যে ভগবান নেই ? তাঁকে সাক্ষী রেখে তুই জিতুকে বরণ করবি। হৃদয়ের ঠাকুর সবই দেখেন, সবই শোনেন। তাঁর অগোচর কি কিছু আছে ?

গীতা। আমায় মাফ করবেন মা। আমি পারবো না। আমার ইষ্ট-দেবতাকে যে অস্বীকার করে...

হেমাঙ্গিনী। ও আমার বোকা মেয়ে। ইষ্টদেবতা কারো স্বীকার অস্বীকারের অপেক্ষা রাখে নাকি রে! পাগলামি করিসনি মা, আমার কথা রাখ। দু'দিন বাদে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। ধর্মেও মতি হবে, ঠাকুরদেবতাও মানবে। ও চিরদিন থাকে নাকি রে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মতিও পরিবর্তন হয়।

তুই কি মনে করিস তোর জন্যে ওর মনে কোনো কষ্টই নেই? আছে। তবে চাপা, কিছু বলে না। ওকে না পেলে তুইও যে সুখী হবিনে, এ আমি জানি। এও ঠাকুরেরই ইচ্ছে জানবি। আমাকে কথা দে।

গীতা। না মা, অনুরোধ করে আমাকে আর অপরাধী করবেন না। আপনার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না।

হেমাঙ্গিনী। ও! তুইও কম জেদী নোস দেখচি। কর তোদের যা ইচ্ছে। দু'পক্ষই যখন সমান, আমি আর কী করবো! চলো মা যূথিকা, চলো, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে। আমাদের কালে এমন ছিলোও না, এমন দেখিওনি। এখন যেন সবই হয়েচে সৃষ্টিছাড়া!

[যূথিকাকে নিয়ে রাগতভাবে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান। গীতা ও তেজসানন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।]

তেজসানন্দ। গীতা!

গীতা। বলুন।

তেজসানন্দ। এই কি তোমার অন্তরের কথা?

গীতা। হ্যাঁ, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। জিতেনকে তা হলে তুমি চাও না? [গীতা অধোবদন] বলো, আমাকে খুলে বলো।

গীতা। চাইনে, এমন কথা বলতে পারবো না, স্বামীজী। কিন্তু তাঁকে আমার পাওয়া কি করে সম্ভব?

তেজসানন্দ। জিতেনের মায়ের কথায় সম্মত হলে না কেন?

গীতা। তা কি করে হয়! যিনি ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর মানেন না, কিছুতেই যাঁর বিশ্বাস নেই……

তেজসানন্দ। [বাধা দিয়ে] না না, সে কথা ঠিক নয়। একটা কিছুতে বিশ্বাস তারও আছে। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো যে জিতেন নয়, তা আমি জানি।

গীতা। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস যদি আমার বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, তা আমি সইতে পারবো না, স্বামীজী। না না, আপনি আমায় এমন অনুরোধ করবেন না। আপনিই একদিন বলেছিলেন, আমার দ্বারা কোন অধর্মের কাজই হতে পারে না।

তেজসানন্দ। বড় কঠিন সমস্যায় ফেলে দিয়েছ, মা। কোন্‌টা ধর্ম আর কোন্‌টা যে অধর্ম, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। ভালো করে ভেবে ছাখো। আমাকেও ভাবতে দাও। নারায়ণ! নারায়ণ!

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

গীতা। [চক্রধারীর ছবির কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে] ঠাকুর, আমায় বলে দাও ঠাকুর, আমি কি করবো? আমি যে পথ পাচ্ছিনে। আমায় পথ দেখিয়ে দাও তুমি, আমায় পথ দেখিয়ে দাও...

[বলতে বলতে তেজসানন্দের প্রবেশ।]

তেজসানন্দ। আমি পথ পেয়েছি, গীতা, পথ পেয়েছি। চক্রধারী আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি জিতেনকেই পতিত্বে বরণ করো।

গীতা। [উঠে দাঁড়িয়ে] স্বামীজী

তেজসানন্দ। হ্যাঁ, তিনি পরীক্ষা করতে চান। তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তোমার ভগবদ্ভক্তি দিয়ে যদি একজন নাস্তিকের প্রাণে বিন্দুমাত্র ধর্মভাবও জাগাতে পারো, তবেই বুঝবো আমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। আর তা না হয়ে যদি জিতেন তোমাকে জয়

করে, তবে জানবো, এতদিন যে সত্যকে জেনেছি হয়তো তাই শেষ সত্য নয়, তার পরেও সত্য আছে।...আমি যাই, জিতেনের কাছে যাই।

[প্রস্থান। গীতা বিস্ফারিত লোচনে চেয়ে থাকে।]

মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে।

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্য। কাল পূর্বাহ্ন। তেজসানন্দ তক্তাপোশের ওপরে বসে একখানি ধর্মগ্রন্থ পাঠ কচ্ছেন। হঠাৎ অঘোর প্রবেশ করে তেজসানন্দের পা জড়িয়ে ধরে।]

অঘোর। আমায় ক্ষমা করুন স্বামীজী, আমায় ক্ষমা করুন··· আমি অপরাধ করেছি।

তেজসানন্দ। [বাধা দিয়ে] কি কচ্ছ অঘোর, কি কচ্ছ! তোমার মধ্যে নারায়ণ রয়েচেন—তাঁর অসম্মান করো না। বসো, স্থির হয়ে বসো।

অঘোর। আমি একটুও শান্তি পাচ্ছিনে, স্বামীজী। না বুঝে আমি কী অন্যায়ই করেচি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

তেজসানন্দ। নারায়ণ! নারায়ণ! অনুতাপে যার চিত্তশুদ্ধি হয়, তাকে আর ক্ষমা করার প্রয়োজন হয় না, অঘোর।

অঘোর। আমি নির্বোধ, তাই আপনার কাছে থেকেও আমি কিছুই নিতে পারিনি।

তেজসানন্দ। ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, তোমার কল্যাণ করুণ তিনি। একটা কথা মনে রাখবে অঘোর, যে-ধর্ম মানুষকে পীড়ন করে, তার আত্মাকে মেরে ফেলে, সে-ধর্ম ধর্মই নয়, ধর্মের আবরণে অহমিকা মাত্র। প্রকৃত ধর্ম মানুষের অন্তরকে বিকশিত করে; তখন নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে এক আনন্দলোকের অধিকারী হয় মানুষ। আনন্দ, আনন্দ...মানুষকে আনন্দ দেবে অঘোর, দেখবে নিজেও আনন্দ পাবে। [illegible]।

গীতা। [নেপথ্যে] যাই, স্বামীজী।

[গীতার প্রবেশ]

তেজসানন্দ। অঘোর নিজের ভুল বুঝতে পেরেচে। ও যা বলেচে তা ভুলে যাও। ওকে ক্ষমা করো।

গীতা। ক্ষমার কথা কেন বলচেন, স্বামীজী! উনি আমার চেয়ে বয়েসে বড়; জ্ঞান এবং বিদ্যাও বেশি। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। একদিন উনি আমার যে উপকার করেছিলেন তার জন্যে আমি ওঁর কাছে চিরঋণী। ছোট বোন যদি অন্যায় করে থাকে, উনি যেন তা মনে না রাখেন।

তেজসানন্দ। যাও অঘোর, নতুন মন নতুন বল নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। গীতা-মা আশ্রমধর্ম ছেড়ে সংসারধর্মে প্রবেশ করবে। আশ্রমের ভার এবার হয়তো তোমাকেই নিতে হবে।

অঘোর। না. স্বামীজী। নিজের ওপর আর বিশ্বাস নেই।

তেজসানন্দ। ছিঃ অঘোর! অমন কথা বলতে নেই। পেছনের দিকে তাকাবে না; শুধু সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলো। দৃঢ় সংকল্প না থাকলে মহৎ জীবন লাভ করা যায় না আর আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে কেউ কোনদিন বড় কাজও করতে পারে না। গীতা, যাও প্রস্তুত হওগে। ওরা হয়তো এখনি এসে পড়বেন।

[গীতার কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

আমি নিজে গিয়ে ওদের দু'জনের ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি করিয়ে দিয়ে আসবো। তাতে আমার বোঝা অনেকখানি হাল্‌কা হবে, বুঝলে অঘোর?

অঘোর। স্বামীজী!

তেজসানন্দ। বলো।

অঘোর। আজকের দিনটার জন্যে আমায় রেহাই দিন।

তেজসানন্দ। সে কি অঘোর! এখনো তুমি মন পরিষ্কার করতে পারোনি?

অঘোর। সবার সামনে আমার বড় লজ্জা করবে, স্বামীজী।

তেজসানন্দ। না না, নিজের মনকে আকাশের মতো নির্মল ও মুক্ত করো, দেখবে কোন সংকোচই আর থাকবে না।

[বাইরে মোটরের শব্দ। একটু বাদেই যূথিকা ও তাপসের প্রবেশ। যূথিকার হাতে একটা প্যাকেট।]

তাপসবাবুও এসেচেন! খুব ভালো হয়েচে।

তাপস। হ্যাঁ, এমন একটা অঘটন ঘটলো—না এসে কি থাকা যায়!

তেজসানন্দ। [হাসি] বসুন, আপনারা না এলে আনন্দ হবে কি করে। জিতেনকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতেন।

তাপস। একটা স্টাডি সার্কলে তাকে ক্লাস নিতে হয়। সেটা সেরে সে আসবে।

যূথিকা। আর বলেন কেন এদের কথা। আজকের মতো দিনেও স্টাডি সার্কল!

তাপস। না, কাজকর্ম ফেলে রেখে তোমার মতো আনন্দে সবাই নাচবে! [উপবেশন]

যূথিকা। সত্যি তাপস, আজ...আজ আমার যে কী আনন্দ! [প্যাকেটটা দিয়ে] এটা তোমার কাছে থাক।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

তাপস। স্বামী অঘোরানন্দের শরীর খারাপ নাকি?

অঘোর। [ম্লান হাসি] নাঃ। শরীর খারাপ হবে কেন।

তাপস। অ!

[জিতেন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

জিতেন্দ্র। তাপস, তুইও এখানে!

তাপস। অবাক হলি নাকি? এলাম তোদের আনন্দে ভাগ বসাতে।

তেজসানন্দ। [হেমাঙ্গিনীকে] মা, আপনি একটু ওঘরে চলুন।

[তেজসানন্দ ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান]

তাপস। গীতাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে গিললে বন্ধু!

জিতেন্দ্র। কি আর করা যায়…

[গীতা ও যুথিকার প্রবেশ]

যুথিকা। দেখেছো, কে এসেচে? [গীতা মুখ টিপে হাসে] ওঃ মুখে হাসি আর ধরে না। আনমনা হয়ে নিজের বুকে কলম রেখে যেদিন জিতেনবাবুর ঘরে আবার তা খুঁজতে গিয়েছিলে সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি মরেচ। [তাপসকে] দেখি, প্যাকেটটা দাওতো।

[তাপস প্যাকেটটা দেয়। যুথিকা কাগজের মোড়ক থেকে গেরুয়া রংয়ের রেশমী চাদরে মোড়া একটি পুঁটলি বার করে এবং চাদরটা খুলে ফেলে। বেরোয় কচি কলাপাতা রংএর একখানা রেশমী শাড়ী।]

এই নাও, এটা পরে এসো দেখি।

[গীতার হাতে অর্পণ। জিতেন মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।]

[জিতেনকে] আর এই নিন আপানার চাদর।

[চাদরটা দেয়]

জিতেন্দ্র। চাদর দিয়ে কি হবে?

যুথিকা। লাগবে মশায়, লাগবে।

তাপস। যূথিকাকে congratulate কর জিতেন। একটা ধন্যবাদও তো দিবি।

যূথিকা। তুমি চুপ করো তো। খালি আজে-বাজে কথা।
[গীতাকে] যাও দেরি করো না।

[শাড়ী নিয়ে যূথিকা ও গীতার প্রস্থান]

জিতেন্দ্র। তোর পেপার লেখা কবে শেষ করবি রে তাপস ?

[তেজসানন্দের প্রবেশ]

তাপস। না, দেরি হবে। ভাবচি ওটা rewrite করবো। বড্ড একপেশে হয়ে গেছে।

তেজসানন্দ। তাই করবেন তাপসবাবু। কালের গতির মতই অনন্ত মানুষের জীবনস্রোত। তাকে সম্পূর্ণভাবে আপনারা দেখুন, এই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ।

[যূথিকার প্রবেশ]

যূথিকা। আর দেরি করবেন না স্বামীজী। আশ্রমের মেয়েরা আবার এই উপলক্ষ্যে একটা টী-পার্টির আয়োজন করেচে। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাদের।

তাপস। শানাই-এর ব্যবস্থা হবে না ?

যূথিকা। পোঁ ধরবে কে ? তুমি ?

[সকলের হাসি]

অঘোর। সেজন্য আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। এসে দেখবেন সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে।

তেজসানন্দ। তা হবে। মন করলে অঘোর একাই একশ'।

[সবুজ শাড়ী পরে গীতা ও তার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।]

হেমাঙ্গিনী। জিতু, আয়। [জিতেন মায়ের কাছে এগিয়ে যায়। হেমাঙ্গিনী উভয়কে নিয়ে চক্রধারীর ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ান।]

বোস। [মাঝখানে হেমাঙ্গিনী এবং দু'পাশে জিতেন ও গীতা ছবির দিকে মুখ করে বসে। গীতাকে] মনে কষ্ট রাখিসনি মা। আমি তো জিতুর গর্ভধারিনী। ওকে ছুঁয়ে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তোদের দুজনের জীবন সুখী হোক।

[হেমাঙ্গিনী ও গীতার ঠাকুর প্রণাম]

চলুন, স্বামীজী।

[illegible]। হ্যাঁ, চলুন মা।

[একে একে সকলের প্রস্থান। অঘোর একা নির্বাক অবস্থায় বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে মোটরের স্টার্ট ও ভোঁ শব্দ। মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

যবনিকা

আপনি তো সাধারণ নাট্যকার নন, অদ্ভুতভাবে লিখতে পারেন। আপনার নাটকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা এত স্পষ্ট করে ওঠাতে পারেন!—ডক্টর দুশান জ্‌বাভিটেল (চেকোস্লোভাকিয়া)।

আপনার বাস্তব দৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে। নাটকে গতি আছে।—মোহিতলাল মজুমদার।

নাট্যকার বৈপ্লবিক শক্তির সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁহার নাটকে ধরিয়াছেন। —আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

Your dialogues have indeed brought a new and realistic note in our modern dramas.—O. C. Gangoly.

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যে ছবি আপনি এঁকেছেন তা ভাল হয়েছে।—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

আপনার 'দীপশিখা' নাটকখানি পড়ে সুখী হয়েছি—আমার ভাল লেগেছে।—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইবসেন থেকে একে (অন্তরাল) স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে আধুনিক বিপ্লবধর্মী মনের গতিকে সম্প্রসারিত করে। নাটকখানি বাহুল্য-বিবর্জিত।—শচীন সেনগুপ্ত।

'বাস্তভিটা' একটি ক্ষুদ্র নাটিকা...কিন্তু অনেকখানি অন্ধকার দুর করিতে সমর্থ।—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

আপনার 'তরঙ্গ' নাটকখানি পেয়েছি আর পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি।—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দিগিন্দ্রবাবুর 'মোকাবিলা'য় দেখলুম হাল বাংলার পরিস্থিতি ও পরিচিত মানুষগুলিই।—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

'মোকাবিলা'র অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। নাটকখানি কালোপযোগী যাহাকে Signs of the times বলা হয় তাহাই।—**হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।**

'অন্তরাল' নাটক পড়িয়া আমাদের প্রথমেই মনে হইল যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে সত্যই একজন শক্তিশালী নাট্যকার দেখা দিয়াছেন।—**আনন্দবাজার পত্রিকা।**

Mr. Bandyopadhyay shows obvious promise as a writer of sociological plays—HINDUSTAN STANDARD.

তাঁহার রচনার বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্নতা এবং মাত্রাজ্ঞান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—**দেশ।**

তিনি জীবনের নাটকোচিত দ্বন্দ্বকেই শুধু চেনেন না, সে দ্বন্দ্বকে রূপ দেবার মতো মঞ্চকেও চেনেন।—**যুগান্তর।**

One special feature of Shri Bandyopadhyay's writings is that his plots are simple and his 'dramatis personae' who come from the common run of peaple speak in simple yet forceful and impressive language quite familiar to their audience.—AMRITA BAZAR PATRIKA.

এযুগে দিগিনবাবুই হচ্ছেন এমন একজন নাট্যকার যিনি শুধুমাত্র বাস্তবানুগ নাটক রচনা করেই ক্ষান্ত হন না, বা মেহনতি মানুষের জীবনকে চিত্রিত করেই কর্ত্তব্য সমাধা করেন না, অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকেও ঘোষণা করেন।—**স্বাধীনতা।**